

উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, লাল সতর্কতা উত্তরাখণ্ডে



নয়াদিল্লি, ৬ মে : উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে বজ্রবিগ্নসহ-সহ বৃষ্টি হতে পারে, সঙ্গে বোঝা হাওয়াও বইবে। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ, ইয়ানাম, তেলেঙ্গানা, রায়লসীমা, কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং করইকালে পুরো সপ্তাহ জুড়ে একই রকম পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, সমগ্র দেশে এই মুহূর্তে তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। বুধবার পর্যন্ত দিল্লিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম, ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, পিথোরাগড় এবং বাগেশ্বরেও ভারী বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

টানা ১২-দিন সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, প্রত্যাহাত ভারতেরও

জন্মু, ৬ মে : জন্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন অব্যাহতই রাখল পাকিস্তান। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর এই নিয়ে টানা ১২ দিনে। আরও যথাযথভাবে জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারত। প্রতিবারই রাতের অন্ধকারে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আর ভারতও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।সেনার তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার ভোররাতের মধ্যে ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জন্মু ও কাশ্মীরের কুণওয়ারা, বারামুল্লা, পুঞ্চ, নওশেরা, রাজৌরি, মন্ধের, সুন্দেরবানি ও আখনুর সেক্টরে গুলি চালায় পাক সেনা। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখার অপর প্রান্ত থেকে গুলি চালানো হয়। পাক সেনাকে গুলির মাধ্যমেই জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

ফের সক্রিয় ইডি, মেডিক্যালে ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়মের তদন্তে একাধিক স্থানে তল্লাশি



কলকাতা, ৬ মে : টাকার বিনিময়ে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে অনারআই কোটার আসন বিক্রির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমে কলকাতার একাধিক জায়গায় সীসের ঢাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ। সেই মামলাতেই তল্লাশি শুরু করেছে ইডি। মঙ্গলবার সকালে বাগিগঞ্জে বসন্ত রোডের একটি আবাসনে পৌঁছে যায় তদন্তকারীদের একটি দল। তল্লাশি চালানো হয় নিউটাউনের সিই ব্লকের আবাসনে সীসের সাহা নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দেয় সকালে ইডি।

বন আমাদের ফুসফুস, বন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্যোগ মোকাবিলা করে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে সাহায্য করে, বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি (পিআইবি)ঃউপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখা বলেছেন, বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন আমাদের ফুসফুস। যদি একটি দেশের বন ভালো অবস্থায় থাকে, তা হলে সেই দেশের জনগণের স্বাস্থ্য যথাযথ থাকে। কৃষি আমাদের জীবনরেখা। আমরা বনের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বুঝতে পারি না। বন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। বিপর্ষয় কম করতে বিশেষ করে, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জনগণের জন্য জীবিকা নির্বাহের কাজেও সাহায্য করে বন।সিরসির বন বিভাগের কলেজে আয়োজিত জাতি গঠনে বনাঞ্চলের ভূমিকা শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও পড়ুয়ারদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন উপ-রাষ্ট্রপতি। শ্রী ধনখড় সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, আমাদের বন রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী



চ্যালেঞ্জ। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, স্থায়িত্ব কেবলমাত্র অর্থনীতির জন্য নয়, সুস্থ জীবনযাপনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা কোনোভাবেই নির্বিচারে শোষণ করতে পারি না। আমাদের নিজেদেরকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

সকলকেই এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে।পরিবেশ সচেতনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা আমাদের মাতৃভূমি, পরিবেশ, বন, বাস্তুতন্ত্র, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের রক্ষক - এই বার্তা ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বর্তমানে আমরা

পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য উদ্ভূত গুরুতর সঙ্কট মোকাবিলার উপায় খুঁজে বের করার পরীক্ষার মুখোমুখী।সুস্থিতি ভবিষ্য গঠনে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে কৌতূহলী হয়ে উঠতে হবে। নতুন জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ বাড়তে হবে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, পড়ুয়ারা বর্তমানে যে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাতে চিকিৎসা ও উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এই ধরনের পরিবেশ শ্রেণীকক্ষের পরিবেশকেই বদলে দেয়। এখানকার দৃশ্য অত্যন্ত মনোমগ্নঅনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের রাজপাল শ্রী খাওয়াের চাঁদ গেহলট, কর্ণাটক বিধানসভার সোমায়ান শ্রী বাসবরাজ এস হোরাটি, ধারোয়ার কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত লোক সংস্কৃতির আত্মোপলব্ধি করাবে ‘সীতা মহোৎসব’

সীতামটা, ৬ মে : যখন দেশ দ্রুত বৈশ্বিক চিন্তাভাবনা ও আধুনিক জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এমন কোন শক্তি রয়েছে যা আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে? সেই শক্তি হলো - লোক সংস্কৃতি, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমাজকে দিশা দিয়ে আসছে। এই লোক পরম্পরার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক হলেন মা সীতা... যার তাগ, ধৈর্য এবং মর্যাদা কেবল ধর্মীয় কাহিনীকেই জীবন্ত করে তুলেছিল না বরং ভারতীয় সমাজের আত্মাকেও রূপ দিয়েছে। তাঁর আদর্শ ত্রোতা যুগের মতো এখনও প্রাসঙ্গিক। ১০ মে সীতামটাতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সীতা মহোৎসব-২০২৫ লোকসংস্কৃতির নবজাগরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।ভারতের একাধি বহুভাষিক গ্রন্থকার সংস্থা, ভারতীয় ভাষার কণ্ঠস্বর, হিন্দুস্থান সামচার, ১০ মে সীতা মহোৎব-২০২৫-এর মাধ্যমে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতে বেঁচিয়েছে সম্প্রতি ভারতের রাজ্যপাল অ্যাডমিরাল শ্রী জানকী জম্মভূমি পুনৌরধাম সীতাচাঁটার মিলনায়তনে 'লোক সংস্কৃতি ও লোকজীবনে মা সীতা' শীর্ষক সীতা মহোৎসব-২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল মা সীতার জীবন এবং জনজীবনে তাঁর অবদানকে উৎসর্গ করা। হিন্দুস্থান সামচার গ্রুপের চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচন্দ্র



মার্ডিকর অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন।হিন্দুস্থান সামচার গ্রুপের প্রধান সমন্বয়কারী রোজেথ তিওয়ারি বলেন, সীতা মহোৎসব এই বার্তা দেবে যে, আমরা যদি একটি শক্তিশালী, নীতিবান এবং একাধিক ভারত চাই, তাহলে আমাদের লোক সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে হবে - যে সংস্কৃতির শিকড় মা সীতার জীবন দ্বারা সিন্ত। তিনি বলেন, লোকসংস্কৃতিতে মা সীতার স্থান আটুট এবং সীতা মহোসব লোকজীবনে তাঁর অবদান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার একটি প্রয়াস। এই অনুষ্ঠানটি ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর শিকড়কে সম্মান করার একটি নিখুঁত উদাহরণ হয়ে উঠবে এবং মা সীতার আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমাজকে একটি নতুন দিশা

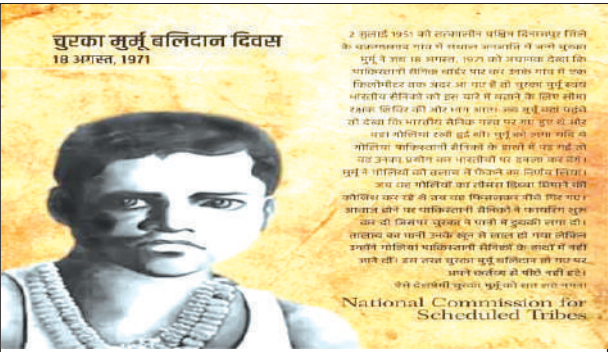
দেবে।রাজ্যপাল-সহ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ উইসবে অংশগ্রহণ করবেন।বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে সীতা মহোসবে অংশগ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি মাতা সীতার জীবন এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে নিজের মতামত ভাগ করে নেবেন। এছাড়াও পীঠীধ্বশ্রী শ্রী জানকী জম্মভূমি মণি দর পুনৌরাধামের শ্রীমহন্ত কৌশল কিশোর দাস জি মহারাজ আশীর্বাদ করবেন। অনুষ্ঠান বহুা হিসেবে থাকবেন দিগ্বাণী বনুমান নিবাস অযোধ্যা ধামের শ্রীমহন্ত আচার্য মিশ্রেশোন।গুনীশরণ জি মহারাজ, বগহী ধাম সীতা মন্দিরের শ্রীমহন্ত উদ্ভির শুকবেন দাস জি মহারাজ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

শূন্য ট্যারিফ! আমেরিকাকে বড় জল মোদি সরকারের

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন প্রস্তাব ভারতের। পারম্পরিক শুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া অবস্থানের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পারম্পরিক শুদ্ধ শূন্য করার প্রস্তাব নয়াদিল্লির। জানা গিয়েছে, স্টিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং ফার্মাসিউটিক্যালের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আমদানির ক্ষেত্রে পারম্পরিক ট্যারিফ শূন্য করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যে যা তাৎপর্যপূর্ণ বলে কুটনৈতিক মহল মনে করেছে। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার শপথ নেন ট্রাম্প। দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে পা দিয়েই পারম্পরিক শুদ্ধ নিয়ে বড় ঘোষণা তিনি করেন। ভারতের উপর ২৬ শতাংশ পারম্পরিক শুদ্ধের কথা ঘোষণা করেন। আপাতত নিজেসে সেই সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং ট্রাম্প। সেই ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে একাধিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে চাইছে আমেরিকা। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও অনেকটা ইগিয়েছে। সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ট্রাম্পের দেওয়া ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে দুই দেশ। এই পরিস্থিতিতে গত মাসের শেষদিকে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন ভারতের বাণিজ্য অধিকারিকরা। সেখানেই স্টিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ ও গুণ্ধপণ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমদানিতে পারম্পরিক শুদ্ধ শূন্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। ওই সীমার বেশি আমদানির ক্ষেত্রে শুদ্ধ নির্দিষ্ট হারে নেওয়া হবে। এই নিয়ে আমেরিকার বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।

চুড়কা মূর্মু – পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক অজ্ঞাত বীর, যিনি আজও পাননি সরকারি স্বীকৃতি

কলকাতা, ৬ মে : কাশ্মীরের পহেলগামে ইসলামিক সন্ত্রাসীদের হামলায় ২৬ জন নাগরিকের মৃত্যুর পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আবারও চরমে পৌঁছেছে। এমন সময়ে, দেশের নিরাপত্তার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্মরণ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজ আমরা আপনাদের এমনিই একজন অজানা দেশপ্রেমিক শহীদের কথা বলব, যিনি প্রায় ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কেবল বাহসিকতার পরে লড়াই করেননি, বরং তাঁর সাহসিকতার কারণে রিতরতে অমর হয়েছিলেন। এটি একটি অজ্ঞাত, কিন্তু অনুপ্রেরণা মূলক নাম - চুড়কা মূর্মু।চুড়কা মূর্মু ছিলেন একজন সাহসী যুবক, যিনি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী চক্রম প্রসাদ গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই তৎকালীন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চক্রম প্রসাদ গ্রামে সাপ ওতাল উপজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন,



চুড়কা মূর্মু তখন মাত্র ২০ বছর বয়সী ছিলেন এবং একজন অস্বীকারবদ্ধ ছাত্র ছিলেন। কিছু যখন গ্রামের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি দেশপ্রেমের দায়িত্ব কাষে নিয়ে এগিয়ে আসেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় সহ-প্রচারক প্রধান অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর অমর শহীদ চুড়কা মূর্মু বইয়ে লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট ভোর ৪ঃ৩০ মিনিটে, প্রায় ৬০-৭০ জন পাকিস্তানি সৈন্য 'মুক্তিবাহিনী'র ছদ্মবেশে চক রামপ্রসাদ গ্রামে প্রবেশ করে এবং বিএসএফ ক্যাম্পে আক্রমণ করে। গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে

বাড়তে, মানুষ নিজদের জীবন বাঁচাতে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু তরুণ চুড়কা দু'দৃশতে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে কেবল গ্রামবাসীদের সতর্ক করেনি, সমন্বয়েতো বিএসএফ-কেও জানিয়েছিল। সেই সময় সেখানে বিএসএফ জওয়ানের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। যখন সৈন্যদের গোলাবারুদ বহনেন সাড়ায্যের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন চুড়কা দুই বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে এই কাজে নিয়োজিত করে।পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, তখন তাঁর সঙ্গীরা পাליয়ে যায় এবং বিএসএফ

জওয়ান আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু চুড়কা পালাননি, মাথা নতও করেননি। সে গোলাবর্ষিত নিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে মাঠের মাঝখানে পৌঁছায় এবং শত্রুর হাতে সেগুলি যাতে না ধরা পড়ে সেজনা সেগুলো একে একে কাছের একটি পুকুরে ফেলে দিতে শুরু করে। শেষ বাক্সটি ছুঁতে মারার সময় সে পুকুরে ঝাঁপ দেয় এবং তখনই পাকিস্তানি গুলির শিকার হয়। দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করে, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু চুকা মূর্মু তার জীবন বিসর্জন নেন এবং মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করেন।অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর বইতে লিখেছেন, যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং আক্রমণ শুরু করে, তখন চুড়কার গুরু দরেন চক্রবর্তী ব্যক্তি গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেখান থেকে পালাতে যাঁচ্ছিলেন। কিন্তু তারপর চুড়কা তাদের থামিয়ে বলল, মাস্টার, আপনিও কি পালিয়ে যাবেন? তাঁর ছাত্রের দৃক সংকল্প এবং সাহস দেখে গুরু হতবাক এবং গর্বিত হয়েছিলেন।

কাশ্মীর নিয়ে রুদ্রদ্বার বৈঠক, পাকিস্তানের সমালোচনা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে



নিউইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ৬ মে : ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে সোমবার (স্থানীয় সময়) বৈঠকে বসে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে রুদ্রদ্বার আলোচনা। বৈঠক শেষে বিভিন্ন দেশের দুতেরা পৃথক পৃথক ভাবে নিজদের মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে সরকারি ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের তরফে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তারা ফলস্ফুগ্ধ আখ্যানটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন লঙ্কর-ই-তৈবার জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে কিনা। সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপক নিশ্চা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিছু সদস্য বিশেষভাবে খনীর আস্থার ভিত্তিতে পর্যটকদের নিশানা করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। অনেক সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবং পারমাণবিক বক্তব্য উত্তেজনার কারণ। পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য পাকিস্তানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

চলতি বছরের নিট-ইউজি পরীক্ষায় সফল প্রয়োগ আধার-ভিত্তিক ফেস অথেনটিকেশনের

নয়াদিল্লি,৬ মে : নিট-ইউজি পরীক্ষায় নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সফলভাবে ব্যবহার করা হলো আধার-ভিত্তিক ফেস অথেনটিকেশন। এই উদ্যোগ ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার (এনআইসি) এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এমনটাই জানা গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে।জানা গেছে, আধার-ভিত্তিক ফেস অথেনটিকেশন বড় পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে নিরাপদ সমাধান হতে পারে। পাশাপাশি এটি ভবিষ্যতে পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিচয় জিমিয়াতি রূপতেও সাহায্য করতে পারে। মূলত এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল প্রার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আধার ভিত্তিক ফেস অথেনটিকেশনের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। এটি নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে এনআইসি-র ডিজিটাল সিস্টেম এবং এনটিএ-র পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল।

‘জানকী নবমী’-তে শুভেচ্ছাবার্তা অমিত শাহর

কলকাতা, ৬ মে : ‘জানকী নবমী’ উৎসবে সকলের কল্যাণ কামনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার অমিতবাবু এত্র বার্তায় লিখেছেন, ‘জানকী নবমী’ উসব, জনকানন্দিনী মা জানকীর জন্মবার্ষিকী, মিথিলা সহ সারা দেশে অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালিত হচ্ছে। এই শুভ উৎসবে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।বিশুমাতা সীতা তাঁর তাগ, তপস্যা, সংকল্প এবং আত্মসমর্ঘ্যের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীশক্তির সৌরব ও প্রলতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানব সমাজকে রক্ষা, সহানুভূতি এবং মর্যাদার বার্তা প্রদানকারী মা সীতার কাছে আমি সকলের কল্যাণ কামনা করি।

স্বচ্ছ দিল্লি লক্ষ্যে, ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা



নয়াদিল্লি, ৬ মে : দিল্লিতে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। রাজধানী দিল্লিকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা মঙ্গলবার সকালে কন্ট প্লেসের হনুমান মন্দির কমপ্লেক্স থেকে ৩০ দিনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান ‘আমার এনডিএমসি, পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্র’-এ অংশ নিয়েছেন। ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন এনডিএমসি-র ভাইস চেয়ারম্যান কুলজিৎ সিং চাহালা।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লিতে এনডিএমসি পরিচ্ছন্নতা নাগরিক সংস্থা এবং সরকার বারো একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি প্রতীকী এবং সমস্ত আধিকারিক এবং নেতাদের কাছে একটি বার্তা ছিল, সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং একটি উন্নত ও সুন্দর দিল্লির জন্য রাস্তায় নামতে হবে। এটি একটি ২০ দিনের অভিযান। আমি বিশ্বাস করি, একটি পরিষ্কার দিল্লি জনগণের অধিকার। এনডিএমসি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রচারণে জন্য ভালো প্রচেষ্টা করেছে। আমি সকলকে এই অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংঃওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে ভারত

দুবাই, ৫ মে : বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাসরিক র‍্যাঙ্কিংয়ের হালনাগাদ প্রকাশ করেছে সোমবার। র‍্যাঙ্কিংয়ের হালনাগাদে ২০২৪ সালের যে মাস থেকে দলগুলির পারফরম্যান্স বিবেচনা নেওয়া হয়েছে শতভাগ, আগের দুই বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় এসেছে শতকরা ৫০ ভাগ করে।চ্যাম্পিয়ন্স টফির তৃতীয় শিরোপা ঘরে তোলা ভারত ধরে রেখেছে শীর্ষস্থান। ২ পয়েন্টের বেড়ে রোহিত শর্মা'র দলের রোটিং পয়েন্ট এখন ১২৪। ওই টুর্নামেন্টের রানার্সপ্লেজ নিউ জিল্যান্ড ১০৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়েছ্যবাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্টও ১০৯। তবে ভগ্নাংশের ব্যবধানে এক ষাণ নিচে নেমে এখন তিনে তাড়াঘরের মাঠে ভারত ও অস্টেলিয়ার ব্যাপক ওয়ানডে সিরিজ জেতা শ্রীলঙ্কা (৫ পয়েন্ট বেড়ে ১০৪) চার নম্বরে উঠে এসেছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে যথাক্রমে পাকিস্তান (১ পয়েন্ট বেড়ে ১০৪) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (৪ পয়েন্ট হারিয়ে ৯৬)।৪ রেটিং পয়েন্ট হারিয়ে অষ্টম স্থানে নেমে গেছে ইংল্যান্ড (৮৪)। ইংল্যান্ডের জায়গা সাতে উঠেছে আফগানিস্তান (৪ পয়েন্ট বেড়ে ৯১)।গত এক বছরে ৯টা ওয়ানডে খেলে ৬টিতে জেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেড়েছে ৫ রেটিং পয়েন্ট। ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা এখন নবম স্থানে আছে। আর ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে বাংলাদেশ।টি-টোয়েন্টিতেও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত (২৭১ রেটিং পয়েন্ট)। ভারতের থেকে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া (২৬২)। তিন নম্বরে আছে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড (২৫৪)। পরের তিন স্থানে আছে যথাক্রমে নিউ জিল্যান্ড (২৪৯), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২৪৬) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (২৪৫)।সপ্তম স্থানে শ্রীলঙ্কা (২৩৫)। আটে পাকিস্তান (২২৮)। ২২৫ পয়েন্ট পেয়ে বাংলাদেশ নবম। আর ২২৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে আফগানিস্তান।

দুর্ঘন্ত বার্তা

উত্তরাখণ্ড সফরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান



দেহরাদুন, ৫ মে : গত সোমবার কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান উত্তরাখণ্ড সফরে আসেন। দেহরাদুনে তারকে স্বাগত জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নর সিং ধামি।জানা গেছে, পুঙ্নর সিং ধামি দেহরাদুনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে উত্তরাখণ্ডের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৭মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যদ্ব,কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাংব, ২৫৬৮ বুদ্বান্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০বৈশাখ ১৯৪৭,মৈত্রেঃ৩০ লম্বাটা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃ অমাবস্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তপূর্ণিমাঃ উত্তরভাদ্রপদ ০৮ঃ২২ঃ১৪৩৬ দং ৩৬৫২৮.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃমাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিত্ত্বা যোগঃরক্ষা রাত্রিঃ১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৬৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৫ঃ৪৬ থেকে - ০ঃ৪ ০০ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ৩৬ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ৫০ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহঃসূর্য (সূর্য উদয় কালাঁঃ)ঃরবিঃ১১ঃ১৫ঃ৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ৫ পদচন্দ্রঃ২২৬৫৭৪১ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪২৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদরেতুঃ ৫৫ঃ৫৫ঃ১৯ (১২) ৩ পদবৃষ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত।মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ৪০ঃ০৬ পর্যন্ত।বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত।মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত।সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত।কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫০ঃ০২ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২ঃ২ ৫৭ঃ১৫ ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি শেষ রাত্রি ৩৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৪ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনঝালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-হাৎ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০৯ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ১১মে পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অদৃশ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা-কো। ঘমাটক গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৮-৯মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৯ ও ১১ মে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কলকাতা সতর্ক ভাে জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৮ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ০৩টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১মিনিট। সূর্যঃ উদয়ঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মিনিটে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৫৬ সংখ্যা
বুধবার ২৩ বৈশাখ ১৪৩২

লিলি চক্রবর্তী দৃষ্টিতে সত্যজিৎ

তখন হাষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘চুপকে চুপকে’ ছবির শ্যুটিং করছি। হাষিদা বললেন ‘লিলি, শিল্পির যা। এটা তোর লাইফটাইম কাজ হয়ে থাকবে।’ সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে দ্য ওয়ালে গল্প করলেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী। সত্যজিৎ রায় ‘অপুর সংসার’ ছবিতে অপর্ণার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর ছাড়াও আপনাকেও তো দেখেছিলেন? সেই কোন ছোটবেলায় ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। ‘অপুর সংসার’ ছবিতে আমার কাজ করা হয়নি। সত্যজিৎ বাবু বললেন ‘তোমায় সৌমিত্রর বিপরীতে পছন্দ হয়েছে আমার। তবে রিক্ু বলে একটি মেয়েকেও দেখেছি। রিক্কেকে না পেলে তোমায় নেব।’ তারপর তো শর্মিলাই করল। খালাপ লাগেনি তখন এমন কথা শুনে? আমি কোনওদিনই খুব একটা জীবনে আশা করিনি। যা পেয়েছি তাতেই খুশি হয়েছি। এরপর বহু বছর পর তো আপনার কাছে আবার সত্যজিৎ রায়ের ছবির অফার এল। সাদা রঙের খামে একটা চিঠি এল। আমি তো চিঠি পরে থ। দীর্ঘ পনের বছর পর সত্যজিৎ আমায় ডাকছেন। লেখা ছিল ‘তরুণ মজুমদারের ‘ফুলেশ্বরী’তে তোমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। শংকরের ‘জন-অরণ্য’ চলচ্চিত্রায়িত করব ভাবছি। কাহিনিতে দুটো বৌদি চরিত্র আছে। আমি কেটে ছেঁটে একটি বৌদি করেছি। কমলা বৌদি। তোমার বস্বেতে কাজে চাপকমেন? ব্যস্ত না থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। সত্যজিৎ রায়।’ কোথাও কোনও ঠিকানা নেই চিঠিতে। চিঠির উত্তর দেব কী করে? সেই কবে ছোটবেলায় ওঁর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে গেছি। শেষে পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য্যর স্ত্রী রিক্কেকে জানালাম। রিক্কে মা বিমল রায়ের স্ত্রী। উনিই দিলেন ঠিকানা। সত্যজিৎ রায়কে চিঠি লিখলাম ‘এ সুযোগ বারবার আসে না। যে কোন মূল্যে আমি আপনার ছবিতে কাজ করব।’ তখন হাষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘চুপকে চুপকে’ ছবির শ্যুটিং করছি। হাষিদা বললেন ‘লিলি, শিল্পির যা। এটা তোর লাইফটাইম কাজ হয়ে থাকবে।’ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এত বছর পর দেখা করার অভিজ্ঞতা? সোজা কলকাতা এসে পৌঁছলাম। দরজা খুলে দিলেন বিজয়া রায়। বললেন ‘লিলি, তোমার সেই কোমর ছাপানো চুল কই?’ পেছন থেকে ভেসে এল সেই ব্যারিটোন ভয়েস ‘কী যাতা বলছ! আমি লিলির ফুলেশ্বরী দেখেছি। ওর অনেক লম্বা চুল।’ আমি ওঁর সামনেই হেসে ফেললাম। এখন বুঝি সেটা করা উচিত হয়নি। হেসেহেসে ওঁকে বললাম ওটা তো উইগ ছিল। সত্যজিৎ রায় বললেন ‘সে কী আমার চোখকে ফাঁকি। কে বানাল এমন উইগ?’ বললাম পিয়ার আলি। উনি অনিল চৌধুরীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন ‘পিয়ার আলিকে খবর পাঠাও। জন-অরণ্য তো লিলির জন্য উইগ বানাও’। শ্যুটিংয়ের এগারোটা দিন কী ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ইউনিটের প্রতিটি খুঁটিমাটি নিয়ে ওঁর নজর ছিল। সত্যজিৎের ‘শাখা প্রশাখা’র বড় বেড় তো আপনি? সেই অভিজ্ঞতা? তখন সত্যজিৎ রায় কিংবদন্তি। খ্যাতিমত আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। সেই ব্যারিটোন ভয়েসে ফোন ‘তোমাকে অনেকদিন দেখিনি লিলি। একদিন এসো।’ শাখা প্রশাখা’ নতুন ছবি করছি। এই ছবির আউটডোরে আমরা ট্রেনে করে সবাই গেছিলাম। সত্যজিৎ রায়ও আমাদের সঙ্গে।

লোক শিল্পী গিরীন চক্রবর্তী

লোকসঙ্গীত ও নজরুলগীতি গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীত গবেষক গিরীন চক্রবর্তী। গিরীন চক্রবর্তীছিলেন কিংবদন্তি বাঙালি পল্লীগীতি তথা লোকসঙ্গীত ও নজরুলগীতি গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীত গবেষক। অজস্র কালাজয়ী বাংলাগান বিশেষকরে লোকসঙ্গীতের অমর রত্না ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলার অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের কালিকৃষ্ণ গ্রামে। পিতা গৌরঙ্গসুন্দর চক্রবর্তী ও মাতা ব্রজসুন্দরী দেবী। শৈশব থেকেই গিরীনের সংগীতের প্রতি আকর্ষণ ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই সন্তান সুর-সঙ্গীত বাঁবা আলাউদ্দিন খানের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কাছই শুরু হয় গিরীনের সঙ্গীতশিক্ষা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি লোকসঙ্গীতের প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। পরবর্তীতে তালিম নেন লোকসঙ্গীত শিল্পী ফকির আফতাবউদ্দিন খানের কাছে। প্রথমদিকে কিছুদিন গিরীন চক্রবর্তী সন্তান বেতারকেন্দ্রে কাজ করেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যোগ দিয়ে তিনিই প্রথম চালু করেন পল্লীগীতির আসর। পরে অবশ্য নামকরণ হয় লোকগীতি। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে তিনি নজরুল গীতি, আধুনিক, পল্লীগীতি, শ্যাম্যাসঙ্গীত, ভক্ত, গীত ও গজল নিয়মিতই পরিবেশন করতেন। তিনি নিজেও অজস্র বাংলা গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে দেশাত্মবোধক, শ্যাম্যাসঙ্গীত, ইসলামি, আধুনিক, লোকগীতিসহ চলচ্চিত্রের গান। বাংলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে লোকগীতির ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। গান রচনা, সুরারোপে এমনকি কণ্ঠদান করেছেন কখনও স্বনামে, কখনও বা ‘সুজন মাঝি’, ‘রতন মাঝি’ বা ‘দ্বিজ মহেন্দ্র’ ছদ্মনামে। ইসলামি গানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন ‘সোনা মিঞা’। অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার রচিত গানগুলি। লোকসঙ্গীতের মধ্যে তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত, ইসলামি ও আধুনিক সুর অসামান্য দক্ষতায় স্বাচ্ছন্দ্যে মিলিয়ে জনমানসে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৩০ এর দশকের কলকাতায় গিরীন চক্রবর্তী, আকাশউদ্দিন আহমদ, শচীন দেববর্মণ প্রমুখেরা জনপ্রিয় বাংলাগানের জগত ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া সংগীতের সুরে সমৃদ্ধ করেন। কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। নজরুল ইসলামের কারার ওই লৌহকপাটি গানটি তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রেকর্ড করেন। এই শিকল পরা ছল- সহ নজরুল ইসলামের প্রায় ২৪টি গানের সুরারোপ করেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার

সাধক রামপ্রসাদ



কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উন্নরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন

মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভেদ পান না। দেহের মধ্যে একটি শক্তি।

বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পরশু তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড় ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তগীতি গান ধরেন নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতে আসতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

বাংলার নবজাগরণের হাওয়াকে শক্তিশালী ও বলশালী করতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সব সদস্যরাই সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল

বিশেষ প্রতিবেদক
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯ - ১৯২৫); কলকাতার জোড়া সাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ির বহু সুসন্তানদের মধ্যে একজন, তরুণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যানুশীলন ও সংগীতসাধনার ক্লাস্তিহীন উৎসাহ দাতা এবং উনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলার সত্যিকারের একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। কোন একসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পসঙ্গে



লিখেছিলেন, আমার সেই কুড়ি বছর বয়সটাতে পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। এমনকি রিয়া ভিতরে-বাহিরে সকলদিকেই তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কোনো বিধিবিধানকে জ্ঞক্ষেপ করেন নাই, এবং আমার সমস্ত চিন্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে সকলেই একথা স্বীকার করে নিয়োঁছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক; প্রতিভাবান জ্যোতিরিন্দ্দের স্নেহচ্ছায়ালালিত হওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অসুনিহিত থাকা সুজনীশক্তি এতটা অবলীলায় মুকুলিত ও বিকশিত হতে পেরেছিল। আরো ভালো করে বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভিন্নমান প্রতিভাকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সুরের গুরুও ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুগাথিত একজন পুরষ ছিলেন। তিনি ভালো গান জানতেন, নিজের যৌবনে তিনি নামকরা একজন বাস্য্যদ্বন্দ্বিশিল্পী ছিলেন, উত্তম অভিনয় করতেন, ভালো ছবি আঁকতে পারতেন, দেশি-বিদেশি কয়েকটি ভাষার ওপরে তাঁর বেশ ভালোই দখল ছিল, এবং তাঁর সাহিত্যানুগাও প্রবল ছিল; আর

জানা যায় না। তিনিই প্রথম বাঙালি ছিলেন, যিনি এদিকে প্রথমবারের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বস্তুতঃ সবধরণের অনুবাদকর্মই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। একশ'এরই তাঁর রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট নাটকগুলিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এছাড়া তিনি দু'-একটি ইংরেজি ও ফরাসি নাটকের, এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত কিছু প্রাচীন নাটকেরও অনুবাদক ছিলেন। তবে এই অনুবাদকের ভূমিকা ছাড়াও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাটিও কম কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ বাংলা নাটকের মধ্যভাগের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য একটি স্থান রয়েছে। তিনিই উনিশ শতকের বাংলায় নতুন ভাবাদর্শের নাটক-প্রণয়নে রত্নী হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষায় স্বদেশী -ভাববাদীপন নাট্যের আদিস্রষ্টার গৌরব মূলতঃ তাঁরই প্রাপ্য। এছাড়া প্রহসন নির্মাণেও তিনি নিজেই অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন; আর বাংলা ভাষায় গীতিনাট্য-রচনার একটি অভিনব আদর্শও সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। অনেকে মতে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিতে জ্যোতি রিন্দ্রনাথের এই আদর্শেরই উৎকর্ষ

বাংলার নবজাগরণকালে ঠাকুর বাড়ির মহিলারা সেখানকার পুরুষ সদস্যদের প্রেরণা দিত

বিশেষ প্রতিবেদক

কাদম্বরীদেবী মারা যাওয়ার পর স্বজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘তাঁকে ভালোবাসি’... ১৯০৮ সালের মে মাস! এক উনবাচ্চ বছরের পুরুষ ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় আনমনে লিখে রাখছেন কিছু শব্দের কোলাজ; ‘আজ



আমার জন্মদিন; ৫৯ বৎসরে পদার্পণ করলুম; মেজো বৌঠানের কাছে ধুতি-চাদর-রুমাল ও পাঞ্জাবী পেলাম; মেজদাদা একটা বই দিয়েছেন; বৈকালে কোলদের নাচ হল; পানিবাবু; নরেন ডাক্তার এসেছিলেন;’ জন্মদিনে এইটুকু পাওয়া? এইটুকু মাত্র স্বীকৃতি হয়তো প্রাপ্য ছিল না মানুষটার। ওই ডায়েরির পাতা থেকে জানা যায়, ডায়েরি লেখকের লেখা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ নাটকটিও নাকি অভিনয় করা হয়েছিল সেদিন। অনেকেই এইবার অনুমান করে দেবেন্দ্রনাথের লেখকের লেখা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ নাটকটিও নাকি অভিনয় করা হয়েছিল সেদিন। তবে বহুভাষিদি ছিলেন। গান লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, জমিদারি পিঠাচালনা করেছেন, স্বদেশি স্টিমারের প্রচলন করেছেন। ঠাকুরবাড়ির হিন্দুমেলা, স্বদেশী সভা, ভারতী পত্রিকা, তাঁতের কাপড় কল প্রতীষ্ঠা, শিকার ও বন্দুক চালনা শেখানো, সর্বজনীন পোশাকের প্রচলন; সব তাঁর উন্মোচণে সম্ভব হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার সদস্যদেরও ছিলেন তিনি। সেতার, পিয়ানো, ভায়োলিন, হারমো

সাধিত হয়েছিল। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু প্রহসন ও গীতিনাটাই লেখেননি, তিনি চারটি মৌলিক নাটকও লিখেছিলেন; যথা; পূর্ববিক্রম, সরোজিনী, অশ্রমভী, এবং স্বপ্নময়ী। নাট্য -সমালোচকদের মতে তাঁর রচিত এই চারটি নাটকই জাতীয় -ভাবাঙ্গমূলক ছিল; এগুলিতে দেশানুরাগের সুর বেজে উঠেছিল এবং এদেশের উপরে বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করবারও বিদেশী শাসনশৃঙ্খা ছিন্ন করবার কঠিন সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল। আর একাজ করতে গিয়ে দেশদ্রোহী কোন বিশ্বাসঘাতককেও এই নাট্য কার ক্ষমার চোখে দেখেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকু রের জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে জানা যায় যে, তিনি যখন নাটক -নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন, বাংলার প্রাণলোকে তখন স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা -উদ্দামনা জেগে উঠছিল এবং সেযুগের অনেকেই তখন সেই নব-উদ্বোধিত জাতীয়তার মন্ত্রে ধীরে ধীরে দীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেযুগে এই জাতীয় -চেতনার প্রেরণায় স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরা জাতির লুপ্তকীর্তির উদ্ধারে যত্নবান ও দেশের অতীত গৌরব -মহিমা -কীর্তনে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এসময়ে পরাধীনতার ক্ষোভ দেশানুরাগীর মর্মদেশে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, এবং বাঙালি জাতিকে কি করে আবার নিজের পূর্বতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়;দেশপ্রাণ মনোবী ব্যক্তির তখন এই উপায় খুঁজে ফিরছিলেন। ইতিমধ্যে ‘ভক্তুবোধিনী’ পত্রিকায় স্বদেশিকের তার প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল, আর ‘হিন্দুমেলা’র অনুষ্ঠানে বিবিধ উপায়ে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সমকালে ভারতীয় সিপাহীদের প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ত শাসক ইংরেজ জাতিকে শঙ্কিত করে তুলেছিল, আর উৎপীড়িত বাঙালি নীলাচাৰীদের বঙ্গদলের অন্তর নিকন্ধ ক্ষোভপ্রসূত গণবিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল। এসবের ফলে চারদিকে সাহিত্য -শিল্প -রাজনীতিকে স্পর্শ করেছিল, আর সর্বক্ষেত্রে তখন নবীন আশা ও উৎসাহের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। এসময়েই নবীন -নবীনদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শোনা গিয়েছিল, আর বঙ্কিমচন্দ্র বস্ন্দ্‌মাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সেই একই বছরে; ১৮৭২ সালে ‘স্বপ্নদর্শন’ পত্রিকা ও ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাও বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, এসবের ফলেই সকলের কানে তখন জাতীয় আন্দোলনের উদাত্ত

কল্লোলধ্বনি প্রবেশ করতে শুরু করেছিল।

বর্তমানে প্রায় সকলেই জানেন যে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় জাগরণ উচ্ছৃমিত হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ঠাকুরবাড়িরই সত্ত্বা ছিলেন। আর তাই বাঙালির স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনাকে তিনি নিজের রচিত নাটকের মাধ্যমে দেশময় ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। এটা তাঁর এক অপূর্বদৃষ্ট মহৎ প্রয়াস ছিল।এরফলে তখন থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী কীর্তিত, আর বাঙালির নাট্যমন্দিরে সমবেত কণ্ঠে মধ্যযুগের ভারতীয় দেশপ্রেমিকের সূদীপ্ত শৌৰ্যগাথা উচ্চারিত হতে শুরু করেছিল। এসময়ে সদ্য-প্রকাশিত কর্নেল টডের ‘রাজস্থানের ইতিবৃত্ত’ বাঙালি হিন্দুদের জাতীয়-চেতনার জাগরণের ক্ষেত্রে মন্তব্য সহায়ক হয়েছিল। তখন এই স্মরণীয় গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে অনেকেই রাজপুতজাতির বীরত্ব ও আত্মোৎসর্জনের স্মারক বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। নাট্যকার জ্যোতি রিন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদেরই পথিকৃৎ ছিলেন।

দেশহিতৈষণা ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রচিত জ্যোতিরিন্দ্দের লেখা প্রথম নাটকটির নাম ছিল পূর্ববিক্রম(১৮৭৪)। গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত -আক্রমণের পটভূমিতে আত্মঘাতী-সচেতন ও তেজস্বী প্রাচীন ভারতীয় রাজ পূর্বর বিক্রম ছিলেন; এক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের প্রদর্শনই এই নাটকটির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই নাটকে অঙ্কিত পুরুরাজের সঙ্গে সেকেন্দার শাহের উদার বীরধর্মপালনের আলেখ্যটি এখনো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক হলেও, বাস্তবে এতে কয়েকটি ঘটনাবর্ণনে ও চরিত্ররূপায়ণে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ছিলেন; এক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের সত্যিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। সমালোচকদের মতে, এই নাটকের শেষাধিকে প্রণয় ও প্রণয়ঘটিত স্ফার সংঘাত-সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে, যারফলে প্রেমের রোমাঞ্চ ইতিহাসের রোমাঞ্চকে অচ্ছন্ন করে ফেলেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। আর তাই তাঁর এই নাটকেও তৎসমালোের ভগ্নী অম্বালিকা আর কুল্লু-পর্বতের রাণী ঐলবিলার ভূমিকা প্রেক্ষণীয়। প্রণয়স্বপ্নবিভোর অম্বালিকা এই নাটকের একটি ট্রাজিক চরিত্র, তাঁর কাহিনীর বিষাদান্ত পরণিত দর্শকের মনে কারণ জাগিয়ে তোলে।

অন্যদিকে ঐলবিলার দেশপ্রীতি ও বীরবত্তার সঙ্গে তাঁর হৃদয়লীলা মিশে গিয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকে দেখা যায় যে, পূর্বর বিক্রম দেখেই তিনি পুরুকে নিজের পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন। অপরদিকে সেকেন্দারের প্রতি অনুরাগবতী অম্বালিকার প্রেম মিলনে চরিত্রতা লাভ করতে পারেনি, বিজয়োন্নাসী সেকেন্দার তাঁকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পূর্ব বিক্রম’ নাটকটিতে বীরর জন্ম হলেও, সংলাপের দুর্বলতার জন্য এতে যথার্থ বীররস কোথাও তেমনভাবে স্ফুরিত হয়নি। আর এথেকে বোঝা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখনো নাট্য নির্মাণের কৌশল ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারেননি।

তবে ‘পূর্ববিক্রম’,এর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ (১৮৭৫) নাটকটিকে সমালোচকরা অপেক্ষাকৃত সুলিখিত বলে মনে করে থাকেন। এই নাটকটি চিত্রার-আক্রমণের ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছিল, এর পটভূমিতে রাজপুত-ইতিহাস রয়েছে। এতে ছদ্মবেশী মুসলমান ভৈরবাচার্য -চরিত্রটি নির্মাণ করে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চিত্তোরেশ্বরী চতুর্ভূজার মায় ভুখা বঁ কিংবদন্তীর একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে ছিলেন। নাটকে দেখা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিনের প্রেরিত এই মানুষটি একটি কুটিল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছিলেন ও চিত্তোর রাজ্যে আলাউদ্দিনের অভিযান চালাবার পথটি সুগম করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র লক্ষ্মণসিংহ এখানে দুর্বল ও ব্যক্তিত্ববিহরিত হলেও এতে তাঁর কন্যাবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম স্মরণভাব ফুটে উঠেছে। নাটকে দেখা যায় যে, দেবনির্দেশে তিনি মানসিক দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তবে সমালোচকদের মতে, এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নারীক -নারী সরোজিনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতে খুব বেশি চোখে পড়ে না। তাছাড়া এতে প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের ‘ইফিগেনিয়া’,র প্রভাবও অনায়াসলক্ষ্য। এমনকি এই নাটকের লক্ষ্মণসিংহ-চরিত্রে মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ভূমিসিংহের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এতে কয়েকটি দৃশ্যসংযোগ নাট্য কলাসম্মত হয়নি। নাটকটিতে চতুর্ভূজাদেবীর পূজারী ভৈরবাচার্য হলেন নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত একটি চরিত্র; কারণ, ইতিহাসে এরগণের কোনো ব্যক্তির উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সমালোচকদের মতে, এই নাটকে

রাজপুতরমণীদের শৌর্য জহর রত্নেবহিঃশিখাস্পর্শে অতি-ভাষ্মর হয়ে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দারুণ সংঘাতের পরিণামকে ভিত্তি করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর পরে তাঁর ‘অশ্রমভী’ নামক নাটকটির কাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এতে তিনি জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই দেশপ্রাণ প্রতাপসিংহের দীপ্যমান বীরত্ব ও অশেষ দুঃখবরণের চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন, যিনি নিজের সর্বশ্ব পণ করে স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু এই নাটকে দেখা যায় যে, তাঁর রাজা হারানো ততটা শোচনীয় ঘটনা ছিল না, যতটা শোচনীয় তাঁর নিজের কন্যা অশ্রমভীর অতি -আত্মত্যাগ হীনতা-কৌলিক গুচিতা ও সংগ্রামী পিতারদুঃসংকল্পের কথা ভুলে গিয়ে দেশবৈরী মুসলমান-সেলিমকে হৃদয়দান করা ছিল। গর্বোন্মত্তশির প্রতাপের বন্ধকশ্রমে তিনি অসহনীয় অপমানের বজ্র হেনে ছিলেন।এতে বর্ণিত অশ্রমভীর প্রণয়কাহিনীটিকে মোঘলদের সঙ্গে প্রতাপসিংহের সংঘর্ষের ইতিকথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তবে এই নাটকের অশ্রমভী আসলে রাণা প্রতাপের কল্পিত কন্যা, কোন ধরণের ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে জ্যোতি রিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের এই চরিত্রটি গঠন করেননি। তাই এই নাটকে বর্ণিত প্রণয়ানুরাগ যেমন ইতিহাস বিরোধী, ঠিক তেমনি আবার হিন্দুদের ঐতিহ্যবিরোধীও বটে। এছাড়া লেখক এই নাটকটিতে দুটি কাহিনীর অবতারণা করলেও, এগুলির একটা অন্যের রসপুষ্টির ক্ষেত্রে কোন ধরণের সাহায্য করেনি বলেই সমালোচকরা মনে করে থাকেন। এসব ছাড়াও নাটকটি দীর্ঘায়তন ও বহুদৃশ্য-সংবলিত বলে আন্দনের পরে উপযোগী নয়।

বস্তুতঃ লেখকের বন্ধাাহীন রোমাণ্টিক কল্পনা জাতীয়-ভাবাত্মক ‘অশ্রমভী’ নাটকের ঘটনাগত একা ও রসঘনতাকে ক্ষুণ্ণ করেই বলেও সমালোচকরা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। বাংলার ইতিহাস বলে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বর্ধমানের তালুককার শোভা সিংহ বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এই বিদ্রোহ- ঘটনাটি নিয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্থ নাটক ‘স্বপ্নময়ী’ (১৮৮২) রচনা করে ছিলেন। তবে এতে যেমন ঠিক ঐতিহাসিক নাটকের হায়দরাস্বাক্ষ রচনাকে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন; যথা; ‘হঠাৎ নবাব’ (১৮৮১; মূল নাটিকারনাম Marriage Force)।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

পাঠকদের লেখা ‘কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য’

শঙ্করলাল কর্মকার

যাদবপুত্রের টিবি হাসপিটাল প্রতিদিন সেখানে একটু একটু করে তরুণ এক কবি মৃত্যুর দিকে কুঁকিয়ে পড়ছেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। তরুণ কবি লিখেছিলেন, ‘প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা - কবিতা তোমারা দিলাম আজকের ছুটি, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমা চাঁদ যেন বলসানো রঙি।’ ‘পূর্ণিমা চাঁদ যেন বলসানো রঙি’ শুধুনাও এই কথাটির মধ্যে যে জ্বালা,যে দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে তা বোধহয় পৃথিবীর কোনও সাহিত্যের ইতিহাসে কেউ সুকান্ত ভট্টাচার্যের মত এর আগে দু লাইনে লিখতে পারেন নি! সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বন্ধুর সাহিত্যিক,চিত্র নাট্যকার নবেন্দু ঘোষকে বলেছিলেন ‘সুকান্ত বোধহয় কোনও এক জন্মে শেলী ছিল।

সুকান্ত অকালেই চলে গিয়েছেন একুশের আগে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাতায় অমরত্ব অর্জন করেছেন। সুকান্তের কবিতায় দিন বদলের স্বপ্ন। রাজনীতির সঙ্গে কবিতাকে মেলাতে এক কণা দ্বিধা ছিল না। তাঁর কাব্যে কি আধারণ মেলবন্ধন আবেগের সাথে যৌবনের স্পর্ধা।এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার। সুকান্তের কবিতা বাঙালি আবৃত্তি করে,সলীল চৌধুরীর সুর আর হেমন্তের কণ্ঠে সুকান্তর রানার মিউজিক সিস্টেমে গম গম করে বাজে, তবে কবির প্রতিবাদকে কোনও দিন জীবনে বরণ করতে পেরেছি আমরা!

সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কোন বইই প্রকাশিত হবার পর দেখে যেতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘ছাড় পত্র’, এবং এর পর অন্যগুলো। ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে সুকান্ত ভট্টাচার্য কলকাতায়

মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ্যপুস্তকের পাতা আর আবৃত্তি সত্যি গুণ্ডির বাইরে কবি সুকান্তকে বাঙালি চিনতেই চায়নি। কথাটা খুব মিথ্যা নয়। অগত্যা গুণ্ডনিয়ে আবৃত্তি করি ‘আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ/ স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি./ আঠারো বছর বয়সেই অহরহ/ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উকি।’

প্রকৃতি প্রেমিক

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের পাঙ্কর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিভুক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, ক্ষুএই তো তাঁহার প্রসাদমুখার প্রবাহ। সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি; - তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন আত্মফলকে আত্মাণ করি, তাহার স্বাদ লই না কিন্তু সৌন্দর্য সেদিন অন্তররাত্নাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই দিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, নাহে, নাহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে; - এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা। আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোনখানে? ইহা কি জগৎ এই কি বাতাসে? এই ধারণার অতীতকে কে

পূর্ব বর্ধমানে নতুন প্রযুক্তি ও নতুন উপকরণ দিয়ে ঝকঝকে নীল রাস্তা

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৬ মে : এতদিন ধরে পিচঢালা রাস্তা দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এবার পূর্ব বর্ধমানে নতুন প্রযুক্তি ও নতুন উপকরণ দিয়ে তৈরী হচ্ছে ঝকঝকে নীল রাস্তা। স্বভাবতই এহেন রাস্তা দেখে



অবাক হচ্ছেন অনেকেই। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লক অফিস চত্বরে এক অভিনব ও চমকপ্রদ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে এক সম্পূর্ণ নীল রঙের রাস্তা, যা দেখে রীতিমত অবাক ও উৎসাহিত হচ্ছেন এলাকাবাসী এবং পথচারীরা। কিন্তু এই রঙিন রাস্তা সেই চেনা দৃশ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। স্থানীয়দের মতে, নীল রঙের এই ব্যতিক্রমী রাস্তা শুধু নজরকাড়া নয়, প্রাণীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এটি এক নতুন দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এই রাস্তা দেখে বেশ ভাল লাগছে। একেবারে অন্যরকম রাস্তা। গ্রামের মধ্যেও এই ধরনের রাস্তা হলে দারুণ লাগবে। রাস্তা বেশ ঝকঝকে ও পরিস্কার। দ্রুত জল সরে যাচ্ছে। টিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গেছে, রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক। ফলে এটি পরিবেশাঙ্কব, খরচ সাশ্রয়ী এবং জল নিকাশির দিক থেকেও কার্যকর। প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা নির্মাণের ফলে এর স্থায়িত্ব বেশি হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। যদিও এটি আপাতত একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প, স্থানীয় প্রশাসন এই উদ্যোগের উপর কড়া নজরদারি রাখছে এবং তার টেকসই তাও নিয়মিতভাবে যাচাই করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগেও পূর্ব বর্ধমান জেলার কয়েকটি অংশে নীল রঙের রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি বেশ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। সেই সাফল্যের ভিত্তিতেই এবার ভাতার ব্লকে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। ভবিষ্যতে যদি এটি কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রমাণিত হয়, তবে জেলার অন্যান্য এলাকাতেও একই ধরনের রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভিন রাজ্যের পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে দিঘায়, আশ্রুত সকলেই

দূরন্ত বার্তা, দিঘা, ৬ মে : দিঘা তো বহুকাল ধরেই আছে। কিন্তু সমুদ্র সৈকত ছাড়াও এখন নতুন অর্কার্ষণ জগন্নাথ মন্দির। আর সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ভিড় বেড়েই চলেছে দিঘায়। ৬০ এপ্রিল জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা দিঘা। শুধু রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পর্যটক না সেই সঙ্গে ভিন রাজ্যের পর্যটকের সংখ্যাও বাড়ছে দিঘায়। আর তার একমাত্র কারণ দিঘা জগন্নাথ ধাম সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। জগন্নাথ মন্দিরের কারণে বদলে যাওয়া দিঘায় এসে আশ্রুত ভিন রাজ্যের পর্যটকেরা। দিঘা জগন্নাথ ধাম সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র উদ্বোধনের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দিঘার এই নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির ও জগন্নাথ দেব দেখতে ভিড় করছেন সাধারণ পর্যটকেরা। মন্দির পরিচালনায় রয়েছে কলকাতার ইসকন কর্তৃপক্ষ। জগন্নাথ মন্দিরের দ্বায়িত্বে থাকা ইসকন কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হচ্ছে মন্দিরে। আর তার মধ্যে বেশিরভাগটিই ভিন রাজ্যের পর্যটকেরা। এই বিষয়ে বিহার থেকে আসা পর্যটক সঞ্জীব কুমার শানু জানিয়েছেন, ‘পাঁচ ছব.বছর ধরে দিঘা বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এবার শুধুমাত্র জগন্নাথ মন্দিরের টানেই এলাম। খুব সুন্দর লাগছে। মন্দির খুব সুন্দর হয়েছে।’

মাধ্যমিকে পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জামালপুরে

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ মে : এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় জামালপুরের কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের একের পর এক সম্বর্ধনা দিয়ে চলেছে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার গুড়ঘের হাই স্কুলের ছাত্রী শ্রেষ্ঠা



সিংহরায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। শ্রেষ্ঠা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৪৫ নম্বার পেয়েছে। এদিন তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্বর্ধিত করেন ব্লক সভাপতি মেহেদুদ খান। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জাড়াগ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান নূরজাহান বিবি, উপ প্রধান বীরেন্দ্রনাথ শি, জাড়াগ্রামের অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ , চকদিঘি অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান সহ অন্যান্যরা। শ্রেষ্ঠা কে উত্তরীয় পড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি একটি ফুলের তোড়া , একটি পেন, একটি মিস্টির প্যাকেট ও সুন্দর একটি মোমেট উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। মেহেমুদ খান বলেন, এবারের মাধ্যমিকে শ্রেষ্ঠা অনেক ভালো ফল করেছে। আগামীতে শ্রেষ্ঠা পড়াশুনা করে আরো অনেক দূর যাবে দেশে ও দশের কাজে লাগবে বলেই তিনি আশাবাদী। তিনি তার ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করেন। আলাউদ্দিনবাবু বলেন, শ্রেষ্ঠাদের মত ছাত্রছাত্রীরা প্রমাণ করছে শহরের থেকে গ্রামের ছেলে মেয়েরা কোনো অংশে কমা নয়। আজাদবাবু বলেন, তারা শ্রেষ্ঠার এই সাফল্যে খুব খুশি। আগামী দিনে সে আরও এগিয়ে যাবে বলেও মনে করেন তিনি। শ্রেষ্ঠা এই সম্বর্ধনা পেয়ে খুব খুশি। সেও ধন্যবাদ জানায় ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান সহ সকলকে।



শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে মঙ্গলবার, অর্থাৎ ০৬.০৫.২৫ তারিখে গ্রিন লাইনের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি ডিপোর কর্মী এবং কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পর্যালোচনা করেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মলয় পীটকে

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ মে : এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মলয় পীট। কাজাখস্তানের আলমাতী শহরে অনুষ্ঠিত এক জার্কজমকপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস, লন্ডনের পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করা হয়। ৬৫ টিরও বেশি দেশের ৬০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের কাণ্ডারিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমাজসেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য ও নিরলস কাজের জন্য এই সম্মান প্রদান করা হয়। ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস তাদের সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, মলয় পীটের নেতৃত্ব আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এক অনন্য প্রেরণা। শিক্ষার গুণমান, ছাত্র-সহায়তা ও সামাজিক সেবায় তাঁর অবদান নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই আন্তর্জাতিক সম্মান তার প্রাপ্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নয়নের প্রতি মলয় পীটের অটুট সংকল্প ও বিভিন্ন পদক্ষেপ তাকে ও তার কাজকে আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে তিনি যে সমস্ত প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। তিনি ভারতের প্রাণীণ ও আধা-শহর এলাকায় ১০০-রও

প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাশাপাশি, তিনি ৫০ টিরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, যার মধ্যে দুটি মেডিকেল কলেজও রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি হাজার হাজার মানুষকে স্বল্পমূল্যে সূচিকিংসা পরিষেবা প্রদান করছে। এই সমস্ত উদ্যোগের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ চাকরি বা আত্মনির্ভর জীবিকা পেয়েছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বদা সামাজিক উন্নয়ন, যা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি ইতিবাচক মানসিকতা গঠনে বিশেষ গুরুত্ব পায়, বিশেষত শিক্ষা, প্রাণীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নারীর

ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস, লন্ডনের



পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক সম্মান তাঁর মানবসেবামূলক কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজাখস্তানে ভারতের হাইকমিশনার ডঃ টি.ভি. নাগেন্দ্র প্রসাদ ও ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস-এর সিও ও মি. সন্তোষ স্কুরা। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার অষ্টম বর্ষপূর্তিও পালন করা হয়। মলয় পীট বলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মান শুধু আমার একার নয়, সরকারের সহায়তায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়নে যারা কাজ করছেন, তাদের সবার সম্মান। এই সম্মান দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বাড়িয়ে দেয়। আমাকে আরও কাজের জন্য উজ্জীবিত করে।

বিশ্বভারতীর বিরাট সাফল্য! এবার সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে পূর্বাভাস মিলবে ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতেরও

দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৬ মে : নতুন যুগের পথে পা রাখল বিশ্বভারতী। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা এবার পাওয়া যাবে সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে-- এমনই যুগান্তকারী এক আবিষ্কার করেছে বিশ্বভারতীর স্ট্যাটিসটিজ বিভাগের অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। তাকে সহযোগিতা করেছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিসটিজ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একাধিক গবেষক। গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নাল PLOS ONE-এ। সংশ্লিষ্ট গবেষক দলটি বিশ্লেষণ করেছে ৩৭,৩৩১ টি ভূমিকম্প ও ১,১৯৬টি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের তথ্য। এর মাধ্যমে তারা আবিষ্কার করেছেন-- ভূমিকম্পের তীব্রতা ও উৎসস্থলের নিরিখে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ও তীব্রতা অনেকটাই অনুমান করা সম্ভব হবে। সাধারণত ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র ভূমিকম্পের পরে তথ্য দেয়, কিন্তু এই নতুন মডেল বিপদের আগেই সতর্কবার্তা দিতে সক্ষম। দুইটি গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে এই পূর্বাভাস পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। প্রথম মডেল ভূমিকম্পের গড় তীব্রতা ও অগ্ন্যুৎপাতের সময়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ

নিহত শোকাহত দুই পরিবারের বাড়িতে গেলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মে : পহেলাগাওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহ ও বৈষ্ণবঘাটা লেনে বিতান অধিকারীর বাড়িতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরুণ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো তাদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন দুই মন্ত্রী। তাদের সামনে কামায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। সেখান থেকে বেরিয়ে ফিরহাদ বলেন, শোকাহত পরিবারের পাশে আছি। আমি আশা করছি কেন্দ্র সরকার এই হামলার যোগ্য জবাব দেবে। ফিরহাদ আরও বলেন, এমন

ঘটনাস্থলে কোনো পুলিশ না থাকার

NIQ, Govt. of West Bengal. Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with "Rabindra Jayanti-2025" on Cathedral road in front of Rabindra Sadan,Kolkata on 09-05-2025 (Primary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/005 of 25-26]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-008/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **08.05.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with "Rabindra Jayanti-2025" on Cathedral road in front of Rabindra Sadan,Kolkata on 09-05-2025 (Secondary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/006 of 25-26]

বাজ পড়ে মৃত এক মহিলা

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৬ মে : কয়েক মিনিটের শিলা বৃষ্টি আর তার সাথে ঝড়ো হওয়া তাতেই দক্ষফারফা পান্ডের। একই সাথে ঝড়ো হওয়ার কারণে গহক তাল পুকুর পার এলাকায় রাস্তার উপর ভেঙে পড়েছে গাছ, বেশ কিছুক্ষণ টনা শিল পড়ার কারণে পাট গাছে ব্যাপক ক্ষতি। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের গহক এবং লক্ষীপাড়া এলাকায় বেশি ক্ষতি হয়েছে পাট চাষে। মঙ্গলবার স্থানীয় এলাকার এক বাসিন্দা তিনি জানান, শিল পড়ার কারণে পাট গাছের ডগা ভেঙে গেছে ফলে এই পাট আর হবে না। পাশাপাশি এদিন মঙ্গলবার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কচুয়া গ্রামের সুমিত্রা মাঝি (৪০) নামে এক মহিলা মঙ্গলবার দুপুরে তিনটে নাগাদ বাড়ির কাছে ছাগল চাতে যান। এমন সময় হঠাৎই বাজ পরে, পরিবারের লোকজন ওই মহিলাকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
VIII.-Tilabani, PO-Bauridih, Dist-Bankura, Pin-722121
NleT No.-(1) 01/HirGP/2025-26, (2) 02/HirGP/2025-26, Date-06/05/2025
e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15 th CFC(Tied & Untied) & SBM(G). Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **19.05.2025 up to 01.00 PM.** Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **19.05.2025 at 03.00 P.M.** For details visit website <https://wbtdenders.gov.in>

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

২০২৪-২৫ বিত্তীয় বর্ষে ১১টি আরওবি নির্মাণ সম্পন্ন করে অবকাঠামোর আধুনিকীকরণকে ত্বরান্বিতকরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৬ মে : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নির্মাণের মাধ্যমে সমগ্র জোনে সুরক্ষা ও সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বর্ষে তার ডিভিশনগুলিতে ১১টি আরওবির নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা আধুনিক, অভুলনীয় মানসম্পন্ন কাঠামোর সাথে লেভেল ক্রসিং গেট (এলসি গেট) প্রতিস্থাপনের প্রতিশ্রুতিও জোরদার করে তুলেছে। এই আরওবিগুলি কেবল লেভেল ক্রসিঙুলিতে দুর্ঘটনার ঝুঁকিই দূর করে না অপরদিকে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা উন্নত করে এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য বাধাহীন চলাচলের সুযোগ প্রদান করে। পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের গতি যত এগিয়ে

চলেছে, ততই এই প্রকল্পসমূহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার রূপান্তরকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল অসমের ডিব্রুগড়ে সম্প্রতি নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া মানকাটা রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)। থানা চারিবালা থেকে টৌকিডিসি সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত জংশনে অবস্থিত, এই নতুন আরওবি শহরের ক্রমবর্ধমান যাতায়াত ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্য করতে এবং ভারতীয় রেলওয়ের বৈদ্যুতিকরন উদ্যোগকে সহজতর করার জন্য ১৯৬৫ সালে নির্মিত একটি পুকনো কাঠামোর পরিবর্তে নির্মাণ করা হয়েছে। ৬.৫৫ মিটার উল্লম্ব

ক্লিয়ারেন্সের সাথে ডিজাইন করা এই সেতুটির মাধ্যমে বৈদ্যুতায়িত ট্রেনসমূহের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করে এবং উপরে যানবাহনের সূগম চলাচল সক্ষম করে তুলে। এই আরওবি পাঁচটি ৩০ মিটার কম্পোজিট গার্ডার সহ ৪৫০ মিটার বিস্তৃত এবং উভয় পাশে ১৫০ মিটার অ্যাপ্রোচ রোড, পথচারীদের সুরক্ষার জন্য একটি ৭.৫ মিটার প্রশস্ত দ্বৈত-লেন কারোজওয়ে এবং উভয় পাশে ১.৫ মিটার ফুটপাথ দ্বারা পরিপূরক করা

হয়েছে। ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের দ্বারা রূপায়িত ৬০.১৩ কোটি টাকার ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছে এবং ৩২ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১.২ মিটার ব্যাসের পাইল নির্মাণ করা হয়েছে। উঁচু প্যারাপেট দেয়াল এবং ডেডিকেটেড স্ট্রীট লাইটিঙের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে, সেতুটি সমস্ত মরসুমে সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা প্রতীক প্রতীক। যেহেতু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি উন্নীতকৃত অবকাঠামোর চেয়ে আধুনিক আরওবি। এটি ডিব্রুগড় টাউন স্টেশনে বৈদ্যুতিক ট্রাকশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক এবং আধুনিক নগর পরিকল্পনার চিন্তাচর্চার প্রতীক। যেহেতু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মজবুত এবং দক্ষ আরওবি নির্মাণের দ্বারা পুকনো লেভেল ক্রসিংগুলি প্রতিস্থাপন করে চলেছে, এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্যে নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও অধিক স্বাধী ভবিষ্যতের জন্য সক্রিয়ভাবে ভিত্তি স্থাপন করে চলেছে।

বক্সায় হরিণ হত্যা করে ভুরিভোজ, ধৃত তিন যুবক

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মে : হরিণ হত্যা করে ভুরিভোজ করতে গিয়ে বন দপ্তরের জালে ধরা পড়ল তিনে অভিযুক্ত। ঘটনোটি ঘটেছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প পূর্বের উত্তর রায়ভাক



রেঞ্জের রায়ভাক চা বাগানের চার নম্বর সেক্টরনে। বরিবার রাতে একটি হরিণকে হত্যা করার পর চা বাগানের জঙ্গলে গাদা বন্দুক দিয়ে একটি হরিণকে হত্যা করে নিয়ে যাওয়ার সময় বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যায় চুনিয়াবোরা চা বাগানের তিন বাসিন্দা। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় তিনটি গাদা বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণের গাদা পাউডার। ওই ঘটনায় তিন অপরাধীই এখন কারাগারে। তার আগের বছর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প

পশ্চিমের জঙ্গলে বাইসন হত্যা করে মাসে খাওয়ার অপরাধেও দু'জনের কারাদণ্ড হয়েছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বন দপ্তরের তরফে বার প্রচার চালানোর পরেও একশ্রেণির মানুষের হুঁশ না ফেরায় রীতিমতো উগ্রিগ্র বনকর্তা। এ দিনের ঘটনা নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র পূর্বের উপক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, ‘এ ভাবে আমাদের মনে হচ্ছে হরিণটি বার্কিং অথবা চিতল হরিণ হতে পারে। পরীক্ষাগারের রিপোর্ট হাতে পেলেই তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তবে বন্যপ্রাণ হত্যার দায়ে একের পর এক অপরাধীর কারাবাস হওয়ার পরেও ফেনে নতুন করে বনের অহিন ভাঙছেন একশ্রেণির মানুষ। যা বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই উদ্বেগের বিষয়।’ আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, ‘ সতর্ক করার পরেও একশ্রেণির মানুষের চेतনা কিছুতেই ফিঁসে না। অভিযুক্তদের কড়া সাজার দাবি করছি। পাশাপাশি বন দপ্তরকেও আরও বেশি করে সচেতনতা প্রচারের আবেদন জানাচ্ছি।’

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil), Br.- IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : (1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/05/2025-2026/BUSTEE/R Name of work : Repairs to Uttaran latrines at 34 Nimtala Ghat St., 25 Brojo Dulal St. and other Uttaran places in Ward no. 24; Estimated Cost : ₹ 3,49,274.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 7,000.00; Period of completion : 45 Days; Last date and time of submission of bid : 17.05.2025 - 11 am; The tender will be opened on : 19.05.2025 - 11. am. (2) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/006/2025-2026/R Name of work : Improvement of sewer line from 17/1, Jhamapukur Lane to 16 No. Jhamapukur Lane in Ward No. 38; Estimated Cost : ₹ 2,85,528.34 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,750.00; Period of completion : 30 Days; Last date and time of submission of bid : 17.05.2025 - 11 am; The tender will be opened on : 20.05.2025 - 11 am; The bid forms and other details are available on and from 06.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).	
The Executive Engineer (C), Br.- IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work : NIT No. : KMC/IX/077/001/2025-2026 Name of work : Repairing of I.P.S. passage at 78, 42, Mansatala Lane, 6/1, 1E, Ibrahim Road, 6/H/11, 7A, M.M. Ali Road and its surrounding area distributed by WS Department in Ward No. 77; Estimate Amount : ₹ 2,99,988.84 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 90 Days; Last date and time of submission of bid : 17.05.2025 - 12 Noon; Tender will be opened on : 19.05.2025 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 06.05.2025 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	
The Executive Engineer (Civil), Br.- XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : (1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br.-XVI/124/005/25-26 Name of work : Dev. of road by providing Jhama Bats, Hot-Mix Laying etc. at Prantik near Pre. No. 92 in Ward No. 124; Estimated Cost : ₹ 4,86,996.67 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00. (2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br.-XVI/143/004/25-26 Name of work : De-silting of surface drain at Nabapally, Satyen Park, Sriyani, M.G. Road Bye Lane, Dhalipara, 22 Bigha, Kajirchalk etc. in Ward No. 143; Estimated Cost : ₹ 4,40,759.74 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 30 Days (For Sl. No. 1 & 2); Last date and time of submission of bid : 19.05.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); The tender will be opened on : 21.05.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 07.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).	
The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works : (1) NIT No. : EE(C)/Br.-VIII/069/036/2024-2025/R Name of work : Removal of chokage along Ballygunge Circular Road in front of 225B A.J.C. Bose Road in Ward No. 69; Estimated Cost : ₹ 3,65,414.57 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 7,350.00; Period of completion : 45 Days. (2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/01/2025-2026/D Name of work : Restoration of footpath disturbed by different PU agencies and Natural Wear and Tear at 111A, 117A, 141A, R.B. Ave., S.B. Rd., 681/B M.P. Rd., 20 Dover Terrace etc. in Ward No. 085; Estimated Cost : ₹ 2,96,215.06 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 65 Days; Last date and time of submission of bid : 20.05.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); Date of opening of tender : 22.05.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2). (3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/01/2025-2026/UTTARAN Name of work : Repairing of latrines at 19 A.T.M. Rd. and other different Uttaran in Ward No. 70; Estimated Value : ₹ 2,99,403.25 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Time of completion : 120 Days; Last date and time of submission of bid : 21.05.2025 - 12 Noon; Date and time of opening of bid : 23.05.2025 - 12 noon; The bid forms and other details are available on and from 08.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 13.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 3); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).	

The Executive Engineer (C), Br.- V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/037/02/2025-2026/UTTARAN

Name of work : Repairing of bustee sewer at 12, 13, Patwar Bagan Lane and adjacent slum areas in Ward No. 37, Br.-V; Estimated Cost : ₹ 2,49,507.03 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/040/04/2025-2026/UTTARAN

Name of work : Repairing of bustee sewer and sewer appurtenance at 70,K.C. Sen St. and other bustee areas in Ward No. 040; Estimated Cost : ₹ 2,49,069.60 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/040/06/2025-2026/UTTARAN

Name of work : Repairing of bustee privies at Norosingha Lane and other different bustee areas in Ward No. 40; Estimated Cost : ₹ 2,49,895.84 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of completion : 30 Days (For Sl. No. 1 to 3); Last date and time of submission of bid : 22.05.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3); Date and time of opening of tender : 24.05.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from 10.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3); The website <https://etender.wb.nic.in> (For Sl. No. 1 to 3).

The Executive Engineer (C), Br.- I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/003/05/2025-2026/US

Name of work : Replacement of damaged or broken doors of privies at 22/H/3, R.M. Road and other Uttaran Areas in Ward No. 003 under Br.-I; Estimated Cost : ₹ 2,49,226.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/003/07/2025-2026/US

Name of work : Repairing of collapsed sewer at 38/12, Belgachia Road and other Uttaran Areas in Ward No. 003 under Br.-I; Estimated Cost : ₹ 1,99,427.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 4,000.00.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/007/06/2025-2026/US

Name of work : Repairing of IPS passages at 2/H/1, Ramkrishna Lane and other Uttaran Areas in Ward No. 007 under Br.-I; Estimated Cost : ₹ 2,49,697.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/007/07/2025-2026/US

Name of work : Replacement of damaged or broken doors of privies at 1, Bagbazar Street Uttaran and other Uttaran Areas in Ward No. 007 under Br.-I; Estimated Cost

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

গামছা পাড় শাড়ি থেকে সুতির ফ্লাওয়ার ড্রেস পোশাকের ফ্যাশন টিপস

ভ্যাপসা গরম। উপরন্তু সুঁম্যিমামার চোখরাঙানি। কিন্তু তাই বলে তো আর ফ্যাশন থেকে দূরে থাকা যায় না, তাই না? আর গরম দ্বয়ারে কড়া নাড়তে না নাড়তেই ফ্যাশন ডিজাইনাররা রকমারি সামার কালেকশনের সস্তার নিয়ে হাজির। অনেকে নিতানতুন এক্সপেরিমেন্টও করছেন। বন্ধুদের সঙ্গে কফিশপে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, এসব তো প্রতিদিনের রোজনা।মচা। তাই চাই ক্যাজুয়াল পোশাক। এই গরমে সুতির ম্যাটেরিয়ালের হাইনেক নীল ড্রেসটি দিনের বেলা যে কোনও পার্টির জন্য বেছে নিতে পারেন। গোটা পোশাকে নীল সুতো এবং সোনালি পারের জরদৌসি প্যাচওয়ার্ক করা। ফলে হালকা রঙের জন্য চোখের আরাম হলেও এমগ্রয়ডারি পোশাকে থাকা সোনালি রং একটা পার্টি লুক ক্রিয়েট করেছে। ড্রেসের কাটও নতুনত্ব রয়েছে। আবার এখন বৈশাখ মাস। চলছে

বিশের মরশুম। এই সময়ে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের বিয়ে লেগেই থাকে। আর বিয়ে মানেই মেহেন্দি, ককটেল পার্টি কিংবা



আইবুডো ভাতা, ব্যাচেলর পার্টির অনুষ্ঠান। কিন্তু ভ্যাপসা গরমে অনেকেই চিন্তায় থাকেন, কী পরবেন, কী পরবেন না? হ্যান্ডলুম সুতি আর টিস্যু ম্যাটেরিয়ালের সবুজ লেহঙ্গা দিবা বেছে নিতে পারেন। একে গরমকালে সুতি সবথেকে আরামদায়ক। উপরন্তু টিস্যু ম্যাটেরিয়ালও বেশ হালকা। তাই এই

পোশাক ক্যারি করতে বিপ্ন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। পারিবারিক গেট টুগেদার কিংবা অফিসের কোনও পার্টিতে যাওয়ার জন্য বেছে নিতে পারেন হালকা সাদা হ্যান্ডলুম শাডি। তার সঙ্গে অফ শোল্ডার ব্লাউজ দিবা মানিয়ে যাবে। আর এই শাডি-ব্লাউজে কালো গামছার পার অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। গলায় একটা স্টেটমেন্ট নেকপিস। আর খোলা চুলা হালকা মেকআপ আর লিপস্টিক। বাস, একদম পার্টি রেডি লুক!

এই ধরনের রকমারি সুতির শাডি-ব্লাউজ বাজারে পেয়ে যাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে পাব বা রেক্তারি গ্র্যান থাকলে চোখ বন্ধ করে বেছে নিতে পারেন সুতির ফ্লাওয়ার ড্রেসা। উপরন্তু হলুদ নেটের সাহায্যে ফুলেল ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে এই পোশাকে, যা কিনা আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে এই জামাকে।

ত্বক ও চুলের জেল্লা বাড়াতে অব্যর্থ ‘রেড থেরাপি’

ত্বক এবং চুলের যত্নের জন্য আমরা নানা উপায় অবলম্বন করি। ঘরোয়া টেটকা থেকে বিউটি ট্রিটমেন্ট, থেরাপি-সবকিছুরই আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি। এবার ত্বক এবং চুলের সমস্যাগুলির চিকিসার জন্য ‘রেড লাইট থেরাপি’ নামক পেশাদার চিকিসার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। ‘লাইট থেরাপি’ হল এমন একটি চিকিসা পদ্ধতি যা ত্বক এবং চুলের সমস্যায় চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি একটি নন-ইনভেসিভ চিকিসা। যদিও এটি নিরাপদ, তা সত্ত্বেও এর কার্যকারিতা ও পাশ্চপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো। ‘রেড লাইট থেরাপি’ এক ধরনের লেজার থেরাপি নামেও পরিচিত, একটি নন-ইনভেসিভ চিকিসা যাতে ৬৬০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়। এই

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, কোষের কার্যকলাপকে সক্রিয় করে, টিস্যু সেরামত করে এবং সামগ্রিক ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। ব্যধিকার লক্ষণ থেকে শুরু করে প্রদাহ এবং চুল পাতলারই হওয়ার মতো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবিলার জন্য এটি একটি বহুল চাহিদা সম্পন্ন থেরাপিতে পরিণত হয়েছে। এই থেরাপি প্রায়শই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং চুলের চিকিসার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষত, হাইড্রাফেসিয়াল, মাইক্রোনডিংলিং এবং ব্রণ, পিগমিটেশনের মতো সমস্যার চিকিৎসা করা হয় এই পদ্ধতিতে। চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় এটি অত্যন্ত উপকারি একটি থেরাপি। এটি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুল পাতলা হওয়ার মতো সমস্যা রোধ করে।

১৩ মে-২৪ জুন পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ছাপড়া-গারক্ষপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর, ৬ মে : গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, যাত্রীদের সুবিধার্থে,



রেলওয়ে প্রশাসন ১৩ মে থেকে ২৪ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ছাপড়া থেকে গোরক্ষপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ০৫১১০৫০১২০ ছাপড়া-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-ছাপড়া এবং ১৪ মে থেকে ২৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ৭টি ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৫১১১৯ ছাপড়া-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ১৩ মে থেকে ২৪ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ছাপড়া থেকে দুপুর

১২.০০ টায় ছেড়ে বালিয়ায় পৌঁছাবে দুপুর ১.১০ টায়, গাজীপুর সিটিতে দুপুর ২.১০ টায়, বারাগসী জংশনে ২.৫০ টা থেকে, প্রয়াগরাজ জংশন। ১৮.০০ টা থেকে, মানিকপুর থেকে ২০.০৫ টায়, পরের দিন ইটারসি থেকে ০৪.১৫ টায়, খান্ডোয়া থেকে ০৭.২৫ টায়, ভূসাবল থেকে ০৯.১০ টায়, জলগাঁও থেকে ০৯.৬৭ টায়, নাসিক রোড থেকে ১২.২৩ টায়, ইগতপুরী থেকে ১৩.৪৫ টায়, কল্যাণ জংশন। মুম্বাই থেকে ১৫.২০ মিনিটে এবং থানে থেকে ১৫.৪৫ মিনিটে ছেড়ে, এটি লোকমান্য তিলক টার্মিনাসে ১৬.৪৫ মিনিটে পৌঁছাবে।কিফিত যাত্রায়, ০৫১২২০ লোকমান্য তিলক

টার্মিনাস-ছাপড়া গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৪ মে থেকে ২৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ২০.১৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ২০.৩৫ মিনিটে থানে, কল্যাণ জংশনে পৌঁছাবে। ২১.১০ ঘণ্টা থেকে, ইগতপুরী থেকে ২৩.৩০ ঘট্টায়, পরের দিন নাসিক রোড থেকে ০০.১৬ ঘট্টায়, জলগাঁও থেকে ০৩.০০ ঘট্টায়, ভূসাবল থেকে ০৩.৪০ ঘট্টায়, খান্ডোয়া থেকে ০৬.০০ ঘট্টায়, ইটারসি থেকে ০৯.২০ ঘট্টায়, মানিকপুর থেকে ১৬.৩০ ঘট্টায়, প্রয়াগরাজ জংশন। ১৮.৪৫ ঘট্টা থেকে, বারাগসী জংশন। এটি তৃতীয় দিনে ছাপড়া থেকে রাত ৯.৩৫ মিনিটে, গাজীপুর শহর থেকে রাত ৯.১০ মিনিটে এবং বালিয়া থেকে রাত ০০.১০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ছাপড়ায় ০১.৫৫ মিনিটে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০১টি জে৩র কোচল লোগেজ ডান, ০৪টি জে৩র কোচল সেকেন্ড ক্লাস, ০৫টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০১টি এসি ফার্স্ট কাম সেকেন্ড ক্লাস, ০৬টি এসি থার্ড ক্লাস এবং এল.এস.এল.আর.ডি. রয়েছে। ০১টি কোচ সহ মোট ২২টি কোচ স্থাপন করা হবে।

ভারতীয় রেল পর্যটকদের নিয়ে যাবে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে

ছত্রপতিশিবাজি মহারাজের ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য ভারত গৌরব পর্যটন ট্রেনছত্রপতিশিবাজি মহারাজ সার্কিটে প্রথম ধরণের ঐতিহ্যবাহী ভ্রমণের অংশ হিসেবে, ভারতীয় রেল পটকদের নিয়ে যাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতিশিবাজি মহারাজের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্থানগু লিতে।ভ্রমণের সারসংক্ষেপভারত গৌরব পর্যটন ট্রেনটি মুম্বাইয়ের ছত্রপতিশিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং রায়গড় দুর্গের নিকটবর্তন স্টেশন – কোন্ধন রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মানগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যাবে। শিবাজি মহারাজের রাজ্যভিষেকের স্থান এবং তার পরবর্তী রাজধানী হিসেবে এই দুর্গটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। দুর্গ পরিদর্শনের পর, পর্যটকরা ট্রেনে ফিরে পুনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, যেখানে রাতের খাবার এবং রাতের হোটেল খাচার ব্যবস্থা করা হবে।দ্বিতীয় দিন পুনে দর্শনীয় স্থানপর্যটকরা পরিদর্শন করবেনঃ লালমহল – মূলত ১৬৬০ সালে শাহজাহ ভোসলে তার স্ত্রী জিজাবাই এবং পুত্র শিবাজির জন্য নির্মিত। ১৯৮৪ সালে পুনর্নির্মিত বর্তমান কাঠামোটিতে শিবাজির জীবনের ত্রিকর্মের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে।

কসবা গণপতি মন্দির - পুনের গ্রামদেবতা, ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, শিশুস করা হয় যে জিজাবাই নিজেই এটি বেছে নিয়েছিলেন। সেই থেকে পুনে ভগবান গণেশের শহর হিসাবে পরিচিত। শিবসৃষ্টি - শিবাজি মহারাজের জীবনের উপর ভিত্তি করে ভারতের বৃহত্তম থিম পার্ক, যেখানে প্র্ডিভি অভিজ্ঞতা এবং ইন্টারেক্টিভ সেশনের সুযোগ রয়েছে।পুনেতে আরও একটি রাত্রিযাপনের পরপর্যটকরা জুম্মার শহরের কাছে পুনে থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে শিবাজি দুর্গ পরিদর্শন করবেন। এই দুর্গটি শিবাজি মহারাজের জন্মস্থান এবং মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে মারাঠা গেরা প্রতিকা। দুপুরের খাবারের পর, তারপর তারা রাতের জন্য পুনে ফিরে আসবেন।বছ্র প্রতীক্ষিত ছত্রপতিশিবাজি মহারাজ সার্কিট টায় ৯ জুন ২০২৫ তারিখে শুরু হবে। ৫ রাত, ৬ দিনের এই যাত্রা সিএসএমটি থেকে শুরু হবে এবং স্লিপার, সেকেন্ড এসি এবং থার্ড এসি কোচ সহ একটি আধুনিক ভারত যাত্রীবর এসি ট্যুরিস্ট ট্রেনে ৭৪৮ জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন। যাত্রীরা দাদর এবং থানে স্টেশনেও ট্রেনে

উঠতে পারবেন। আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগে আসলে শিশুস করা হয় যে জিজাবাই নিজেই টিকিট বুক করা যাবো।দিন ৪ট্রেনটি সাধারণ দিকে যাবে, যেখানে পর্যটকরা প্রত্যাপগড় দুর্গ ঘুরে দেখবেন - ১৬৬১ সালে আক্ষফল খান এবং শিবাজি মহারাজের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র, যা মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দুপুরের খাবারের পর, ট্রেনটি কোলাপুরের দিকে অগ্রসর হবেন।৫ ট্রেনটি কোলাপুরের ছত্রপতিশাজি মহারাজ টার্মিনাসে পৌঁছাবে। সকারের নাস্তা এবং হোটেলের ব্রেস হওয়ার পর, পর্যটকরা পরিদর্শন করবেনঃমহালক্ষ্মী মন্দির (আম্বাবাই) সহাদ্রি পর্বতমালায় অবস্থিত পানহালা দুর্গ, যেখানে শিবাজি মহারাজ ৫০০ দিনেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন এবং পরে একটি কিংবদন্তি পলায়ন করেছিলেন। দুর্গটি তার সর্পসদৃশ বিদ্যায়ের কারণে সাপের দুর্গ নামেও পরিচিত এবং শিবাজি এবং সন্তাজি মহারাজের সাথে সম্পর্কিত। এটি নোপাতি বাঘপ্রভু দেশপাণ্ডের বীরত্বের জন্যও স্মরণীয়।সন্ধ্যায়, ট্রেনটি মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে তার প্রত্যাবর্তন যাত্রা শুরু করবে, ষষ্ঠ দিনে পৌঁছাবে।

কর্ণাটকের হুব্বালিতে লরি ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জনের

হুব্বালি, ৬ মে : কর্ণাটকের হুব্বালিতে লরি ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ একটি লরি ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি হুব্বালি থেকে বাগলকোটের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে থাকা ৫ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। কর্ণাটকের হুব্বালির ইঙ্গলাহাল্লি ক্রসের কাছে গাড়ি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বিজয়পুরা থেকে আসা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। গাড়ির পাঁচজন আরোহীই ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ তদন্ত করছে এবং নিহতদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সন্তানরা কাঁদছে, করাচিতে ফিরে যেতে দিন আটারিতে আর্তি অসহায় মায়ের

অমৃতসর, ৬ মে : ভারত-পাক দ্বৈরথে কাঁটাতারের বেড়া যেন সতিই বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে মা-সন্তানেরা। আটারি সীমান্ত থেকে পাকিস্তানে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের আর্তি জানালেন এক অসহায় মা। বেশ কয়েকবছর আগে দিল্লির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পাকিস্তানের করাচিতে। ৬-৭ বছর পর তিনি ভারতে এসেছিলেন অসুস্থ মাকে দেখতে। কিন্তু ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে ফিরতে পারছেন না পাকিস্তানে। এমনই অভিযোগ এক মহিলা। তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে ছোট সন্তান রয়েছে। আবার পাকিস্তানেও রয়েছে তাঁর অন্য সন্তান। বিগত দুদিন ধরে সীমান্তে এসেও পাকিস্তানে ফেরার অনুমতি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি জানান, আমায় না পেয়ে করাচিতে থাকা সন্তান ভিডিও কলে করছে। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, আমাকে পাকিস্তানে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে দেওয়া হোক।

পহেলগামে জঙ্গি হামলা, ধর্মনগরে বিজেপির প্রতীকী অনশন

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৬ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটকদের আত্মা শান্তি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে দুই ঘটনার প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কার্যকর্তারা। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ৫৬ ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে কালাীদিঘির উত্তর পাড়ে এই অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন সহ দলের নেতা কর্মী এবং সমর্থকরা। এই অনশন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন দাবি করেন কাশ্মীরের পহেলগামে হামলার পিছনে রয়েছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। বর্বরোচিত এই হামলার তীব্র নিন্দা জানান তিনি। পাশাপাশি এই হামলা নিহত পর্যটকদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে নিরীহ ২৬ জন পর্যটককে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এই ঘটনার পর গোটা দেশ তোলপাড়। ভারত সরকার পাকিস্তানের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

গাড়ির সঙ্গে গাছের ধাক্কায় মৃত এক যুবক, গুরুতর আহত ৩

ফতেহপুর, ৬ মে : উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার ভোরে বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়ি, দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবক। গুরুতর আহত আরও ৩ জন। ঘটনাটি ঘটে ইত্রা মোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই অলোক (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। আহতদের কানপুরে রেফার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বারাণসীতে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই ছাত্র

বারাণসী, ৬ মে : উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলাতে মঙ্গলবার গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই ছাত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় দুই ছাত্র। তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্র হল মধ্যপ্রদেশের আদিভা রাই (১৮) ও মির্জাপুরের বিরাট রাই (১৯)। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, উভয় ছাত্র বারাণসীতে হোস্টেলে থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গঙ্গা স্নানে এসেছিল ৪ বন্ধু। স্নানের সময় গভীর জলে তলিয়ে যায় আদিভা ও বিরাট। উদ্ধারকারী দলের সাহায্য মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

পটনায় বজ্রাঘাতে মৃত ৩ জন, আহত আরও ৪ জন

পটনা, ৬ মে : সোমবার গভীর রাতে বিহারের পটনা-সহ একাধিক জেলার বড়-বুড়ি ও বজ্রপাত ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পটনার বহুতায়মপুর দিয়ারা ও রায়োপুর এলাকায় বজ্রাঘাতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বড়-বুড়ির মধ্যে মারা কাছ করছিলেন কয়েকজন। সেই সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় ৩ জনের, ঘটনায় আহত ৪ জনকে বখতিয়ারপুর পিএইচসিগে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

শিবগঙ্গায় বাস ও দুধের কমপক্ষে ১০ জন মৃত ৩, আহত কমপক্ষে ১০ জন

শিবগঙ্গা, ৬ মে : তামিলনা়ুর শিবগঙ্গা জেলায় সরকারি বাস ও দুধের ভান্ডানে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার শিবগঙ্গায় একটি সরকারি বাস ও দুধের ভান্ডানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে, সরকারি বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। চালক এবং বাস কন্ডাক্টর উভয়ই গুরুতর আহত হয়েছেন, বেশ কয়েকজন বাস যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে ভালো চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিহত মহিলা মাওবাদী, উদ্ধার রাইফেল

রায়পুর, ৬ মে : নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে ছত্তিশগড়ে চলছে জোরদার তল্লাশি অভিযান। সেই অভিযানেই মঙ্গলবার এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি রাইফেল। বিজাপুর-তেলেঙ্গানা সীমানায় এনকাউন্টারে এক উর্দিবাহী মহিলা মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী ওই মাওবাদীর দেহের পাশ থেকে একটি রাইফেল উদ্ধার করেছে। আহজি (বস্তার) পি সুন্দররাজ বলেছেন, মঙ্গলবার বিজাপুর জেলায় নকশাল বিরোধী অভিনান চালায় ডিআরজি, এসটিএফ, কোবরা এবং সিআরজিএফের একটি যৌথ দল। পুলিশ সুপার জাণিয়েছেন, বিগত ১২ দিনের অভিযানে ৪ জন নকশাল মারা পড়েছে। বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং শতাধিক নকশাল বান্ধার ধ্বংস করা হয়েছে।

হরিয়ানায় প্রাক্তন বিধায়কের ভাইপোর রহস্য মৃত্যু

পানিপত, ৬ মে : হরিযানার পানিপত জেলাতে নির্দায়মান বাড়ি থেকে উদ্ধার হল প্রাক্তন বিধায়কের ভাইপো বলবন্ত সিংয়ের নিখর দেহ। মঙ্গলবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , সোমবার রাতে বলবন্ত সিং তাঁর নির্দায়মান বাড়িতে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে জেলের চোখে পড়ে বাবার নিখর দেহ। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের দাবি, কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না বলবন্ত সিংয়ের। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

আজকের মহড়ায় স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালনের আহ্বান বিজেপি-র

নয়াদিল্লি, ৬ মে : পহেলগাম কাণ্ডের জেরে তৈরি হওয়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বুধবার সারা দেশে মহড়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই কর্মকাণ্ডে নাগরিক, দলের নেতা-কর্মী এবং ছাত্রদের এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় বিজেপির এক্স হ্যান্ডল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা পোস্ট করে ওই আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার সব মিলিয়ে দেশের ২৫৯টি জায়গায় এই মহড়া চলবে। মহড়া চলবে ভারত-পাক যুদ্ধের আগে শেষ বার এই রকম অসামরিক মহড়া হয়েছিল। ৫৪ বছর পর তেমনটা হতে চলেছে আজ বুধবার।

হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে সঠিক চিকিৎসাই মূল চাবিকাঠিঃ জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ মে : হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক চিকিৎসাই মূল চাবিকাঠি। এমনটাই জানানেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটি সেশ্যোাল মিডিয়া পোস্টে জানান, বিশ্ব হাঁপানি দিবস হাঁপানি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ী এই রোগে আক্রান্তদের যত্ন

বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের দেশে হাঁপানি সম্পর্কিত জটিলতা হ্রাস এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন নাড্ডা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া পাটেল জনগণকে শ্বাসযন্ত্রের রোগের লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা না করার এবং সাধারণ হাঁপানির কারণগুলি প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, জীবনযাত্রার উন্নতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতনতা এই রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়। প্রসঙ্গত, সাধারণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মে দিবস প্রথম মঙ্গলবার বিশ্ব হাঁপানি দিবস পালন করা হয় যা শ্বাস নিতে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

Name Change
I, Giasih Khan (Old Name) S/O-Nurbox Khan, Resident at, Vill-Natun Nawpara, Po- Nowpara.PS-Dhubulia, Dist-Nadia.741140, I have changed my name to Gias Uddin Khan (New name) I shall be known as Gias Uddin Khan vide affidavit before the Ntry at Berhampore on 06/05/2025 Gias Uddin Khan and Giasih Khan same and one identical person.

Name Change
I,Nabisaddin Sk (Old name) S/O-Khodbaksh Mondal, Resident at, Vill- Haripur, Po- Haripur Chhitka, Ps- Tehatta, Dist-Nadia.741163, I have changed my name to Nabisaddin Mondal (New name) I shall be known as Nabisaddin Mondal vide affidavit before the Ntry at Berhampore on 06/05/2025 Nabisaddin Mondal and Nabisaddin Sk same and one identical person.

Name Change
I,Ahmadad (Old name) S/O- Abdul Kayum, Resident at, Vill-Hariram-pur, Po- Magura, PS-Pukhuria, Dist-Malda.732128, I have changed my name to Ahmed Hossain (New name) I shall be known as Ahmed Hossain vide affidavit before the Ntry at Berhampore on 02/05/2025 Ahmed Hossain and Ahamad-ad same and one identical person.

Name Change
I,Mainul Islam Seikh (Old name) S/O-Sajjad SK, Resident at, Vill-Bhatkamari, Po- Bahadurpur.PS-Bhagwangaola, Dist-Murshidabad.742135, I have changed my name to SK Mainul Islam (New name) I shall be known as SK Mainul Islam vide affidavit before the Ntry at Berhampore on 06/05/2025 SK Mainul Islam and Mainul Islam Seikh same and one identical person.

সূচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

Name Change
I,Mohiuddin SK & Mahiuddin Sekh (Old Name) S/O- Hazi Bani Eerral resident of Vill- Ratapur Po- Meghasira PS- Sagardighi Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742226 do hereby decralate that I have changed my name from Mohiuddin SK & Mahiuddin Sekh to Md Mohiuddin SK & henceforth I shall be known as Md Mohiud-din SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Md Mohiuddin SK (new name) & (old name) Mohiuddin SK & Mahiuddin Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I,Joydeb Mandal (Old Name) S/O- Haripada Mandal resident of Chanderghat, Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741160 do hereby decralate that I have changed my name from Joydeb Mandal to Jaydeb Mandal and henceforth I shall be known as Jaydeb Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Jaydeb Mandal & Joydeb Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Ganapati Mondal (Old Name) S/O- Niranjan Mandal resident of Karbala Road Cossimbazar Raj , Panchanatlana PS-Berhampore Dist-Murshidabad, West Ben-gal, Pin- 742102 do hereby decralate that I have changed my name from Ganapati Mondal to Ganapati Mandal and hence- forth I shall be known as Ganapati Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Ganapati Mandal & Ganapati Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Enamul Hossain Molik (Old Name) S/O- Ajjur Hossain Malik resident of Vill- Andulberia, Po- Andulberia, PS-Rejnagar Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742189 do hereby decralate that I have changed my name from Enamul Hossain Molik to Enamul Hossain Mallick and henceforth I shall be known as Enamul Hossain Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Enamul Hossain Mallick & Enamul Hossain Molik both are same and one identical person.

Name Change
I, Shikha Halder (Old Name) W/O- Bakul Kumar Halder resident of Vill - Sadarghat Chauplatty Po- Jagani PS- Jijagan , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742123 do hereby decralate that I have changed my name from Shikha Halder to Devjani Haldar and henceforth I shall be known as Devjani Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Shikha Halder both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajjur Rahaman Molik (Old Name) S/O- Khaled Mallick resident of Vill- Andulberia , Po- Andulberia, PS-Rejnagar, Dist-Mur-shidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decralate that I have changed my name from Ajjur Rahaman Molik to Ajjur Hossain Malik and henceforth I shall be known as Ajjur Hossain Malik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Ajjur Hossain Malik & Ajjur Rahaman Molik both are same and one identical person.

Name Change
I, Ganapati Mondal (Old Name) S/O- Niranjan Mandal resident of Karbala Road Cossimbazar Raj , Panchanatlana PS-Berhampore Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742102 do hereby decralate that I have changed my name from Ganapati Mondal to Ganapati Mandal and henceforth I shall be known as Ganapati Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Ganapati Mandal & Ganapati Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Rahim Boksh SK (Old Name) S/O- Nekbaksh resident of Vill & Po-Kapas-dang, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decralate that I have changed my name from Rahim Boksh SK to Seikh Abdul Rahim and henceforth I shall be known as Seikh Abdul Rahim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Seikh Abdul Rahim & Rahim Boksh SK both are same and one identical person.

Name Change
I,Sandhan Mandal (Old Name) S/O- Srimohan Mandal resident of Vill- Urti Bhayna, Po- Bhayna, PS -Hanskhali, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decralate that I have changed my name from Sandhan Mandal to Sadhan Chandra Mandal and henceforth I shall be known as Sadhan Chandra Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Sadhan Chandra Mandal & Sandhan Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I,Nikhil Ghosh (Old Name) S/O- Krishnagopal Ghosh resident of Vill-Ghosh-bati Po-Bahara PS-Kandi Dist-Murshid-abad, West Bengal, Pin-742138 do hereby decralate that I have changed my name from Nikhil Ghosh to Nikhil Kumar Ghosh and henceforth I shall be known as Nikhil Kumar Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025 . My name Nikhil Kumar Ghosh & Nikhil Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, Soyeb Md (Old Name) S/O- Ezazul Hoque resident of Vill- Sealmara Po-Rad-harghat, PS- Berhampore, Dist-Murshid-abad, West Bengal, Pin- 742187 do hereby decralate that I have changed my name from Soyeb Md to Md Soyeb and henceforth I shall be known as Md Soyeb (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/05/2025. My name Md Soyeb & Soyeb Md both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ariful Islam Mond

একেবারে নতুন রূপ পাচ্ছে তারাপীঠ মন্দির, খরচ হচ্ছে কয়েক কোটি টাকা

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ মে : ভক্তদের কাছে তারাপীঠ মা তারার মন্দির একই রূপে



পরিচিত। তবে অবশেষে এই মন্দিরের রূপ বদলাচ্ছে। অবশেষে তারাপীঠ মন্দিরে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ পুরোদমে শুরু হল। একইসঙ্গে চলবে তৃতীয় আর পর্যায়ে কাজও। এবার মা তারার প্রথম সাধক বশিষ্ঠদেবের মন্দিরও গড়ে উঠবে। কয়েক মাসের মধ্যেই নবরূপে দর্শন মিলবে তারাপীঠ মন্দিরের। কয়েকবছর আগে তারাপীঠ

মন্দিরে পূজা দিতে খিঞ্জি পরিবেশ চাফুস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই খোলামেলা পরিবেশ

তৈরির জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রায় দুই কোটি টাকা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ করেন। মন্দির কমিটির সূত্রে জানা যায়, মোট ৩২৬০ স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে রয়েছে তারাপীঠ মন্দির। চত্বর। যার মধ্যে ৩৫০ স্কোয়ার ফুট জায়গার মধ্যে মায়ের গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহকে অক্ষত রেখে প্রথম পর্যায়ে খননকার্য চালিয়ে ৫০ শতাংশ

আন্ডারগ্রাউন্ডের কাজ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। পশ্চিম দিকে মাটির তলায় ইতিমধ্যে ৭০ ফুট বাই ২৫ ফুটের ভোগঘর ও ডাইনিং রুম নির্মাণ হয়েছে। ২০২০ সালে বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে তারাপীঠের দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আরও তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। যদিও কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর গত বছরের শুরুতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হাত লাগায় টিআরডিএ। সেইমত নারায়ণ, হনুমান ও বামদেবের প্রাচীন মন্দির ভেঙে একপাশে নতুন মন্দির নির্মাণ করা হবে। গতবছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নবমির্মিত মন্দিরে সেইসব বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকেই থমকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এরই মধ্যে গত নভেম্বরে তৃতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সেতাবে

শুরু না হতেই তৃতীয় পর্যায়ের কাজের ওয়ার্কঅর্ডার ইস্যু হওয়ায় নানা প্রশ্ন ঘূরপাক খেতে থাকে। অবশেষে কয়েকদিন আগে থেকে পুরোদমে শুরু হল দুই পর্যায়ের কাজ। টিআরডিএ ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে পূর্বদিকে খননকার্য চালিয়ে ২৫০০ ফুটপ্রিজ ও নাট মন্দির ভেঙে দেওয়া হবে। জীবিতকুণ্ড থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে লাইন ধরে ভক্তরা গর্ভগৃহ লাগোয়া বিরামমঞ্চের কাছে উঠবেন। এতে মন্দিরের চাতাল বড় হবে। এরপরই বড় আকারের নাট মন্দির নির্মাণ করা হবে। তেমনই মন্দিরের খোলালো পরিবেশ ফিরে আসবে। জীবিতকুণ্ড সহ মন্দিরের বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে চারদিক সৌন্দর্যায়ন করা হবে। ইতিমধ্যেই জীবিতকুণ্ড ঘাটের কাজের জন্য সেই ঘাটের জল মেরে ফেলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেই কাজ শুরু হবে।

মাথাভাঙায় ব্যবসায়ীকে খুন, তদন্ত শুরু পুলিশের

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ মে : কোচবিহারের মাথাভাঙায় খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের নয়্যরহাট বাজারে এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে অত্যন্ত হড়াল। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সত্য বর্মণ (৪৫), বাড়ি পুঁটিমারি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নয়্যরহাট বাজারে সুভাষ বর্মণের একটি দোকান ছিল। সোমবারও রোজকার মতো দোকান খুলেছিলেন তিনি। কিন্তু রাতে আর বাড়ি না ফেরায় উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে তাঁর পরিবার। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে বাজারে টহলদারি চালানোর সময় বিষয়টি নজরে আসে। পুলিশ দেখে উদ্ধার করে হাসপাতালের জন্য মাথাভাঙা মহকুমা ময়দাতালে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বাজারের একটি সিসি ক্যামেরায় দেখা গেছে, মধ্যরাতে আনুমানিক ২টো নাগাদ এক দুস্থতী গামছা পেঁচিয়ে মুখ ঢেকে সুভাষের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গবাদি পশু পালনে নয়া নিয়ম! ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ মে : বর্তমানে গ্রামগঞ্জের অধিকাংশ বাড়িতে গরু, ছাগল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু পালন করা হয়ে থাকে।বীরভূমে এখনও অনেক গ্রাম রয়েছে যেে গ্রামগুলি এখনও গরু, ছাগল পালন করে নিজেদের জীবন জীবিকা চালাচ্ছে। বাড়িতে গরু, ছাগল থাকলে অনেকই অন্যান্য জমিতে গিয়ে তাদের ঘাস অথবা ফসল খাওয়ান। তবে এ্যার থেকে অন্যান্য জমিতে যদি আপনি আপনার বাড়ির গরু, ছাগল চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু পড়তে হবে ভয়ংকর বিপদে। এবার গবাদিপশু পালন করতে গেলে আপনাকে মানতে হবে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা। ঠিক এমনই বার্তা পৌঁছে দিতে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাজারে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। যে সমস্ত ব্যক্তির গৃহপালিত পশু যেমন গরু- মোষ, ভেড়া, ছাগল পালন করে থাকেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নিজেদের হেফাজতেই রাখতে হবে সেই সমস্ত গৃহপালিত পশু। সেই সমস্ত গৃহপালিত পশু যেন অন্য কারো জমিতে নেমে তাদের ফসল নষ্ট না করে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আর যদি কোন গৃহপালিত পশুর দ্বারা অন্য কারো জমির ফসল নষ্ট হয় তাহলে সেই গৃহপালিত পশুর মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমনই এক সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এবার ফসল জমির ওপর দিয়ে কোন গৃহপালিত পশু নিয়ে গেলেই হতে পারে বিপদ। তাই এবার সাবধান। অন্যদিকে কৃষকরা জানাচ্ছেন, বাড়িতে সব সময় গরু, ছাগল ভরে রাখা সম্ভব হয় না। সেই কারণে মাঠে-ঘাটে নিয়ে যেতে হয়। পুলিশ প্রশাসনের সতর্ক বার্তা দেওয়ার পরও এই বিষয়ে সতর্ক না থাকলে হবে বড় সমস্যা।

বিয়ের পরই শুরু হয় টাকার দাবি, শেষপর্যন্ত অ্যাসিডেই মর্মান্তিক পরিণতি গৃহবধূর

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মে : রাজ্যে ফের পণের বলি এক গৃহবধূ। শ্বশুরবাড়ির দাবি মত বাপের বাড়ি থেকে ৫ লক্ষ টাকা পণ না পাওয়ায় গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় স্বামী-সহ শ্বশুর বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর লেবু বাগান এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম গৌরী পাল। বয়স ২২। তিন বছর আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার হরিপুর এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর বিয়ে হয়েছিল মালদার পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর লেবু বাগান এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত পালের সঙ্গে। বর্তমানে তাদের দুই বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। মৃত্যু গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের সময়

এক লক্ষাধিক টাকা পণ হিসাবে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও প্রতিনিয়ত টাকার জন্য চাপ দেওয়া হত ওই গৃহবধূকে। এমনকি ওই গৃহবধূ ৭ মাসের অস্ত্র সস্তা থাকাকালীন মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে আবার গৃহবধূর বাপের বাড়ির থেকে ১ লক্ষ টাকা পণ দেওয়া হলে স্বামী প্রশান্ত পাল ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তার স্ত্রীকে। এরই মধ্যে আবার পাঁচ লক্ষ টাকা পণ দাবি করে প্রশান্ত পাল বলে অভিযোগ। টাকা না দিলে খুনের হুমকি দেওয়া হত। অভিযোগ, ওই ৫ লাখ টাকা না পেয়েই গতকাল রাতে ওই গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে স্বামী সহ বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা খুন করে। গভীর রাতেই ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে মঙ্গলবার তোরে তার মৃত্যু হয়।

ইলিশের সঙ্গে এবার বাঙালির পাতে পড়তে চলেছে গঙ্গার গলদা চিংড়ি! বিরাট উদ্যোগ সফরির

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ মে : ইলিশ মাছের সঙ্গে এবার ফরাক্ক। ব্যারোজে গঙ্গা নদীর আপস্ট্রিমে গলদা চিংড়ির বিরুদ্ধে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিল কেন্দ্র সরকারের মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র আইসিএআর -সিফরি। কেন্দ্র সরকারের নামাম গঙ্গে প্রকল্পের অংশ হিসেবে গঙ্গা নদীর ‘বায়ো ডাইভার্সিটি’ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ফরাক্ক ব্যারোজ সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গা নদীতে প্রায় আড়াই লক্ষ গলদা চিংড়ির চারাপোনো ছাড়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ বসন্তকুমার দাস, বিজ্ঞানী শ্রীমতি নিরুপমা চানু এবং নামাধী গঙ্গা প্রকল্প ও সিফরি-র গবেষণারত একাধিক বৈজ্ঞানিক এবং অধিকারিক। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত অধিকারিকেরা জানান, ইলিশ মাছের মতো গলদা চিংড়ির পরিচয় স্বভাব রয়েছে। ফরাক্ক ব্যারোজ সংলগ্ন এলাকার এবং গঙ্গা নদীর আপস্ট্রিমে ইলিশ মাছের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে এক লক্ষ ইলিশ মাছের চারা ছাড়া হয়েছে। জাতীয় র‍্যাপিং কর্মসূচি ডিরেক্টর ডঃ বসন্তকুমার দাস বলেন, ‘ইলিশের মতো গলদা চিংড়িও পরিযায়ী মাছ। তবে গঙ্গা নদীর আপস্ট্রিমে এই



৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়।’ তিনি জানান, গঙ্গা নদীর আপস্ট্রিমে গলদা চিংড়ির সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আজ প্রায় ২.৫ লক্ষ বড় আকারের গলদা চিংড়ির চারাপোনা নদীতে ছাড়া হয়েছে। এই মাছ আকার একটু বড় হলে মৎস্যজীবীরা তা ধরতে পারবেন এবং বাজারে বিক্রি করে তাদের ভালো মুনাফা হবে। এই মাছ গঙ্গা নদীতে ‘ব্রিডিং’ করছে কিনা তা ‘রিটার্ন মাইগ্রেশন’ের সময় আমরা বুঝতে পারবো। তবে তার জন্য ৬-৪ মাস সময় লাগবে। সেই সময় মৎস্যজীবীরা যে গলদা চিংড়ি ধরবেন তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এই বিষয়ে

তিন ভাইয়ের বিধবংসী পারফরম্যান্সে মোহন বাগানের জয়জয়কার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহন বাগান সুপার জায়ান্ট সম্প্রতি তাদের সমর্থকদের জন্য আরও একটি উসাহের মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ২০২৪-২৫ মরসুমে মোহন বাগানের তিন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়-দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস এবং জেমি ম্যাকলারেন-তাদের বিধবংসী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দলকে একটি দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছেন। ক্লাবের অফিসিয়াল এজ হ্যাণ্ডেল থেকে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে এই তিন খেলোয়াড়ের গোলের মুহূর্তগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। পোস্টটিতে লেখা হয়েছে, তিন ভাই, তিনজনই বিধবংসী, এবং সমর্থকদের আইএসএল ম্যাচগুলি জিও ইউটিউব এবং স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেলে সরাসরি দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভিডিওটিতে তিনটি গোলের মুহূর্ত দেখানো হয়েছে, যা মোহন বাগানের আক্রমণাত্মক কৌশল এবং খেলোয়াড়দের দক্ষতার প্রতিফলন ঘটায়। প্রথম দৃশ্যে, ৯২:৫৫ মিনিটে মোহন বাগান একটি গোল স্কোর করেছে। একজন খেলোয়াড় (সম্ভবত জেসন কামিংস) দ্রুতগতিতে বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গোলপোস্টে বল পাঠিয়েছেন, যা দর্শকদের মাথায় উৎসাহের জোয়ার এনেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে, ৮৫:৩৪ মিনিটে আরেকটি গোলের মুহূর্ত দেখা যায়, যেখানে একজন খেলোয়াড় (সম্ভবত জেমি ম্যাকলারেন) গোলের পর উৎসাহের

সঙ্গে উদযাপন করছেন। তৃতীয় দৃশ্যে, ৭:৪৪ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রাতোস গোল স্কোর করার পর দর্শকদের দিকে হাত তুলে সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। ভিডিওতে স্কোরবোর্ডে দেখা যায়, মোহন বাগান ১-০ গোলে এগিয়ে রয়েছে, এবং ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ৬-৪ গোলে তাদের জয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। প্রতিপক্ষ চেম্বাইয়িন



এফসি (সিএফসি) এই ম্যাচে তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। মোহন বাগানের এই জয়ের পেছনে তিন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের অবদান অসাধারণ। দিমিত্রি পেত্রাতোস, যিনি ২০২৩-২৪ আইএসএল মরসুমে প্লেয়ার অফ দ্য সিজন পুরস্কার জিতেছিলেন, এই মরসুমেও তার দক্ষতা প্রদর্শন করছেন। জেসন কামিংস এবং জেমি ম্যাকলারেনও তাদের গোল স্কোরিং ক্ষমতা এবং ম্যাচের গতিশীলতার জন্য পরিচিত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অফিসিয়াল হ্যাণ্ডেল এই তিন খেলোয়াড়কে অস্ট্রেলিয়ান বিস্ট

হিসেবে অভিহিত করে তাদের প্রশংসা করেছে। তিনজনই মোহন বাগানের আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করেছেন, এবং তাদের সময় মাঠে একটি ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে উঠেছে। মোহন বাগানের এই পোস্টটি সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করলেও, পোস্টটির সঙ্গে ব্যবহৃত গানটি নিয়ে কিছু সমালোচনা উঠেছে। একজন সমর্থক

ঐতিহাসিক ক্লাব, যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৯ সালে। ক্লাবটি আইএসএল-এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সাফল্য অর্জন করেছে। “আমরা সবুজ মেরুন” (#আমরাসবুজমেরুন) স্লোগানের মাধ্যমে ক্লাবটি তাদের সমর্থকদের সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ তৈরি করেছে। আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমে মোহন বাগান তাদের এই

লিখেছেন, ‘হেডার পরিবর্তন কর, হাত জোড় করে বলছি ভাই।’ আরেকজন সমর্থক মন্তব্য করেছেন, ‘এরকম গুটখা গান তুই তোর ঘরে শুনবি, আমাদের ক্লাবের সঙ্গে লাগাবিনা ছাগল আডমিনি।’ এই প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে দেখা যায় যে, সমর্থকরা গানের পছন্দ নিয়ে অসন্তুষ্ট, তবে দলের পারফরম্যান্সে তারা গর্বিত। কেউ কেউ পোস্টটির সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ এই গোলগুলি সম্ভবত পুরনো ম্যাচের, এবং সমর্থকরা নতুন কনটেন্ট আশা করেছিলেন। মোহন বাগান ভারতীয় ফুটবলের একটি

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শিরোপা জয়ের দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের তিন অস্ট্রেলিয়ান তারকা-দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস এবং জেমি ম্যাকলারেন-আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমে দলের শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাদের গোল এবং সমন্বয় মোহন বাগানকে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমর্থকরা তাদের প্রিয় দলের এই সাফল্যে গর্বিত, এবং আগামী ম্যাচগুলিতে আরও ভালো পারফরম্যান্সের আশা করছেন।

পর্তুগালের জাতীয় দলে ডাক পেল রোনাল্ডোর বড় ছেলে

তুরিন, ৬ মেঃ এমনিতেই তারকা বাবার পথ অনুসরণ করলে বিভ্রম্বনা বাড়তে সন্তানদের। প্রতি পদেই বাবার সঙ্গে তুলনার শিকার হতে হয়। এটা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রেই হয়। তবুও বর্তমান ফুটবল বিশ্বের দুই সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির ছেলেরা বাবার পদাঙ্কই অনুসরণ করেছে। তাদের নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে ফুটবল দুনিয়ায়। সম্প্রতি অর্জেন্টাইন মহাতারকা লিও মেসি তার সন্তানদের ফুটবল প্রতিভার কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন কোন ছেলের কী কী গুণ রয়েছে। রোনাল্ডোও তাঁর সন্তানদের ফুটবলপ্রীতির কথা একাধিকবার জানিয়েছেন। তাঁদের ফুটবল খেলার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এবার জানা গেল, পাঁচবাবের বালান ডি’অর জর্জি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বড় ছেলে



ক্রিশ্চিয়ানো দস সান্তোসকে প্রথমবারের মতো পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলে ডাকা হয়েছে। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে দেশটির ফুটবল সংস্থা। সান্তোসের বয়স মাত্র ১৪ বছর। রোনাল্ডোর বড় পুত্র তাঁর বাবার মতোই সৌদি আরবের আল-নাসরের হয়ে খেলে। পাশাপাশি সে লিআর সেভেনের প্রাক্তন দুই ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং জুভেন্টাসে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ১৩-১৮ মে ক্রোয়েশিয়ায় রয়েছে জটিকা মার্কোভিচ যুব টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টেই পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে খেলবে রোনাল্ডোর বড় ছেলে। এই টুর্নামেন্টে পর্তুগাল খেলবে জাপান, গ্রিস এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পর্তুগালের সর্বকালের সেরা স্ট্রাইকার নিজের দেশের জার্সিতে ২০১৬ সালের ইউরো জিতেছেন। যা দেশটির ইতিহাসে প্রথম মেজর ট্রফি। যদিও সেবারের ইউরোর ফাইনালে শক্তবর্তী ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে চোট পান তিনি। এরপর সাইড বেঞ্চে বসেই দলকে উজ্জীবিত করেন তিনি।

জামিলের কাঁধে ভারতীয় ফুটবলের নতুন দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জামশেদপুর এফসি-র প্রধান কোচ খালিদ জামিলের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তারা তাকে আগামী নাগোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমস এবং সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এই মরসুমে এআইএফএফ কর্তৃক মেন’স কোচ অফ দ্য ইয়ার পুরস্কারে ভূষিত খালিদ জামিলের নেতৃত্বে জামশেদপুর এফসি ২০২৪-২৫ মরসুমে আইএসএল-এ পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এআইএফএফ-এর লক্ষ্য হল প্রস্তুতি তড়াতাড়ি শুরু করা। তারা খালিদ জামিলকে এই দায়িত্বের জন্য আদর্শ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করছে। জামশেদপুর এফসি-র সিইও মুকুল চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, “এআইএফএফ আমাদের এবং খালিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত তার হাতে। তিনি আমাদের সঙ্গে অসাধারণভাবে কাজ করেছেন।” খালিদরা নেতৃত্বে জামশেদপুর পঞ্চম স্থান অর্জনের পাশাপাশি আইএসএলের সেমিফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে হৃদয়বিদারকভাবে পরাজিত হয়। তবে, তারা দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবারের

মতো সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছায়। দ্বিতীয়বারের মতো এআইএফএফ মেন’স কোচ অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার জয়ী খালিদ জামিল এখনও তার বিকল্পগুলো বিবেচনা



করছেন। তিনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে তাকে জামশেদপুর এফসি এবং জাতীয় অনূর্ধ্ব-২৩ দলের দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করার অনুমতি দেওয়া হবে। এই পদক্ষেপ এআইএফএফ-এর তার প্রতি আস্থার প্রতিফলন। বিশেষ করে তরুণ প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচালনার ক্ষেত্রে। ২০২৬ এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের

বাছাইপর্বের ডু ২৯ মে কুয়ালালমপুরে অনুষ্ঠিত হবে। খালিদরা অতীত রেকর্ড-আইজলকে আই-লিগ শিরোনামে, নর্থস্ট ইউনাইটেড এবং জামশেদপুরকে

সীমিত সম্পদ নিয়েও আইএসএল প্লে-অফে নিয়ে যায়। এআইএফএফ কর্মকর্তাদের মনে করিয়ে দেয় যে তিনিই এই দায়িত্বের জন্য সঠিক ব্যক্তি। ভারতের প্রধান কোচ মানালো মার্কেজ আগুই বলেছেন, ফলাফলের দিক থেকে খালিদ নিঃসন্দেহে সেরা ভারতীয় কোচ। তিনি সীমিত বাজেটের দলগুলোর সঙ্গে খালিদরা ধারাবাহিকতার প্রশংসা করেছেন।

বিরাত চমক! এআইএফএফ এর কোচিং কোর্সে এই তারকা ফুটবলার

ভুবনেশ্বর, ৬ মেঃ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এবার ওডিশার বুকে আয়োজিত হচ্ছে ডি লাইসেন্স কোচিং কোর্স। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এই কোর্সকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়েছিল ফুটবল অনুরাগীদের। আসলে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে কোচিং করানো ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে এই সমস্ত ডিগ্রি গুলি। স্বাভাবিকভাবেই তার চাহিদা যে তুঙ্গে যে থাকবে সেটা বলাই চলে। কিন্তু এবার সেই কোর্সে অংশ নিয়ে সকলকে চমকে দিলেন ওডিশা এফসির তারকা ফুটবলার রয় কৃষ্ণ। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য। বলাবাহুল্য বিগত বেশকিছু বছর ধরেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট দাপটের সাথে খেলে আসছেন ফিজির এই তারকা ফরোয়ার্ড। একটা সময় এটিকে দলে যোগদান করার মধ্য দিয়ে ভারতে প্রথম ফুটবল

খেলতে আসা। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের নয়নের মনি হয়ে ওঠেন এই ফুটবলার। যখনই সুযোগ



পেয়েছেন নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন সর্বদা। গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের গোল করানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই ফুটবলারের। তারপর সময় বদলে মোহনবাগানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটে এটিকের। সেবারও যথেষ্ট দাপটের সাথে

খেলতে দেখা যায় রয় কৃষ্ণকে। পরবর্তীতে কলকাতা ছেড়ে যোগদান করেন সুনীল ছত্রীসের বেঙ্গালুরু এফসিতে। সেখানে ও নিজের অস্তিত্ব

জানান দিয়ে গিয়েছেন সর্বদা। ফাইনালে গোল করে দলকে সমতায় ফেরানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই হাইপেফ্রাইলি তারকার। কিন্তু শেষ কয়েক মরসুম ধরেই জগন্নাথের রাজের ফুটবল ক্লাব তথা ওডিশা এফসির জার্সিতে খেলছিলেন তিনি। বয়স বাড়লে ও উপযুক্ত সময়ে

প্লে-অফের দৌড় থেকে আউট, পাল্টি হায়দরাবাদের হেড কোচের!

হায়দরাবাদ, ৬ মেঃ আইপিএলে লিগ পর্বের খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাচ্ছে অনেক দল। ইতিমধ্যে তিনটি বড় দল ছিটকে গিয়েছে প্লে-অফের দৌড় থেকে। যার মধ্যে রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। গত বারের রানার্স তারা। মরসুম শুরুর আগে মনে করা হচ্ছিল, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এ বারও অন্যতম ফেভারিট। তার কারণ, গত বার তারা যে পারফরম্যান্স করেছিল, চম্পু ছানাবড়া হয়েছিল সকলেরই। আগ্রাসী ক্রিকেটের ধারাবাহিকতা দেখিয়েছিল। কিন্তু এ বার প্লে-অফের দৌড় থেকেই আউট। সোমবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়ার পরই সরকারিভাবে বিদায়। বাকি ম্যাচ তাদের কাছে শ্রেফ নিয়মরক্ষার। এরপরই পাল্টি খেলেন সানরাইজার্সের হেড কোচ ড্যানিয়েল ডেভেরি! ইংল্যান্ডের বাজবল যেমন আলোচনায় ছিল, তেমনই সানরাইজার্সের খেলার স্টাইলও। বিধবংসী ক্রিকেট। যদিও এই স্টাইল ভারতের বা বলা



ভালো এশিয়ার কোনও পিচেই যে ধারাবাহিক ভাবে সম্ভব নয়, বলায় অপেক্ষা রাখে না। হায়দরাবাদ এ বারও শুরুটা করেছিল বিধবংসী ব্যাটিং দিয়েই। কিন্তু সাফল্য আসেনি। তার কারণ, টপ অর্ডার যেদিনই ব্যর্থ হয়েছে, মিডল অর্ডার হাল ধরতে পারেনি। যদিও তারা বাব্বার বলে এসেছে, খেলার স্টাইল বদলবে না। প্লে-অফের দৌড় থেকে বিদায় নিয়ে হায়দরাবাদের হেড কোচ ড্যানিয়েল ডেভেরির দাবি, তিনি কখনোই বলেনি দলের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংকে তিনি সমর্থন করেছেন। ডেভেরি বলেছেন, “প্রতিটি ম্যাচের পর আমি স্পষ্টভাবে বলিনি যে দলের আক্রমণাত্মক খেলার ধরণকে সমর্থন করছি বলেছিলাম যে, আমরা পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমার মনে হয় এই বছর পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যাশা মতো ছিল না।” আরও যোগ করেন, “গত বছর আমাদের দল রানার্স হয়েছিল। তবে এই বছর আমরা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছি।” এবার হোমপ্রাইভের সুবিধাও পায়নি হায়দরাবাদ, এমন কথাও উঠে আসছে। বেশ কিছু ম্যাচে স্লো পিচ ছিল। ডেভেরির আরও বলেন, “গত বছরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এখানে বেশ কিছু হাই-স্কোরিং ম্যাচ হয়েছিল। বিশেষ করে এই বারের পিচ একটা ভালো ছিল। তাই এইবার একটা কঠিন ছিল আমাদের জন্য।”

ইংল্যান্ডে রোহিতের ডেপুটি কি গিল?

মুম্বই, ৬ মেঃ চলমান আইপিএল মরসুম শেষ হওয়ার পর, ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে সফরে যাবে। এটি হবে ভারতের পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। রোহিত শর্মা নেতৃত্বে গত আট ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতে হেরে যাওয়ার পর

যশস্বী জয়সওয়াল, অস্ট্রেলিয়ায় ৪৩.৪৪ গড়ে ৩৯১ রান করেছেন, সম্ভবত রোহিতের সঙ্গে ওপেনিং করবেন। এদিকে, কিংবদন্তি ব্যাটার বিরটি কোহলি আইপিএলে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখিয়ে চার নম্বর পজিশনে থাকবেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, আইপিএল ২০২৫-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য বি সিই

রাহুল সম্ভবত তাদের জায়গা ধরে রাখবেন। এছাড়া, ঞ্চব জুরেল এবং নীতীশ রেড্ডি তাদের টেস্ট ব্যাটার হিসেবে স্থিতিশীলতার জন্য দলে থাকতে পারেন। জসপ্রীত বুমাের ক্যারিয়ারে ইনজুরির সমস্যা বাবরার দেখা দিয়েছে। তার কাজের চাপ সামলাতে বিসিসিআই রিজার্ভ হিসেবে বেশ কয়েকজন পেসার



ডব্লিউটিসি ফাইনালে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় ভারত। তাই ইংল্যান্ড সফর ভারতের জন্য টেস্ট ক্রিকেটে তাদের ভাগ্য বদলানোর একটি বড় সুযোগ। আসুন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের জন্য ভারতের সত্তাব্দা দল বিশ্লেষণ করা। রোহিত শর্মা অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাট হাতে খুবই পরাণ সময় পার করেছেন। পাঁচ ইনিংসে মাত্র ৬১ সেরে উঠে অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামি এবং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা টেস্ট দলে ফিরতে পারেন। তারা ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে ধরে রাখতে চায়। এদিকে, শুভমান গিলকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হতে পারে। তিন নম্বর পজিশনে ৩০ ইনিংসে গিল ১০১৯ রান করেছেন, গড় ৩৭.৭৪, যার মধ্যে রয়েছে বেশি দক্ষতা এবং জাদেজার অলরাউন্ড ক্ষমতা। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের জন্য গেম-চেঞ্জার হতে পারে। ঋষভ পণ্ড এবং কেএল

সুধর্শন তৃতীয় ওপেনার হিসেবে দলে জায়গা পেতে পারেন। তামিলনাড়ুর এই ব্যাটার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রায় ৪০ গড়ে ১৯৫৭ রান করেছেন। এছাড়া, নতুন বলে সুইং করানোর ক্ষমতার জন্য আরশদীপ সিং দলে ডাক পেতে পারেন। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে তার অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য উপকারী হতে পারে। এদিকে ইনজুরি থেকে সেরে উঠে অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামি এবং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা টেস্ট দলে ফিরতে পারেন। তারা ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক অংশ এবং টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের আধিপত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শামির বোলিং দক্ষতা এবং জাদেজার অলরাউন্ড ক্ষমতা ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের জন্য গেম-চেঞ্জার হতে পারে। ঋষভ পণ্ড এবং কেএল

নির্বাচন করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স (১০ ম্যাচে ১৯ উইকেট) করা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ টেস্ট দলে জায়গা পেতে পারেন। এছাড়া, মহম্মদ সিরাজ এবং ওয়াশিংটন সুন্দর মূল খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। ইংল্যান্ড টেস্টের জন্য ভারতের সত্তাব্দা দল- রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরটি কোহলি, ঋষভ পণ্ড (উইকেটকিপার), কেএল রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা, আরশদীপ সিং, জসপ্রীত বুমাের, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, আকাশ দীপ, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঞ্চব জুরেল (উইকেটকিপার), দেবদত্ত পাউজ্জল।

আইপিএলের মাঝে খোনিকে নিশানা গাভাসকরের

মুম্বই, ৬ মেঃ আইপিএলের মাঝে এ বার ঘুরিয়ে মহেন্দ্র সিংহ খোনিকে নিশানা করলেন সুনীল গাভাসকর। তাঁর অভিযোগ, খোনির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলে ভারতের আনক্যাপড (গত পাঁচ বছরের মধ্যে যারা জাতীয় দলে একটি ম্যাচও খেলেননি) ক্রিকেটারেরা অনেক বেশি টাকা পাচ্ছেন। খোনির জন্যই টাকার পরিমাণ বোর্ড বাড়িয়েছে বলে মনে করেন গাভাসকর। আইপিএলের এ বারের নিলামের আগে নতুন নিয়ম করেছিল বোর্ড। ভারতীয় দলে পাঁচ বছর না খেলা ক্রিকেটারদের আনক্যাপড ক্রিকেটারের তালিকায় রাখা হয়েছিল। খোনিকেও আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে রেখেছে চেন্নাই সুপার কিংস। তাঁদের ধরে রাখার জন্য ৪ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে দলগুলিকে। গাভাসকরের মতে, খোনির জন্যই এই টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, “গত নিলামে খোনিকে আনক্যাপড ক্রিকেটার

হিসাবে ধরে রেখেছে চেন্নাই। খোনির জন্যই এই বিভাগে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। তার ফলে অনেক তরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পেয়েছে। এতে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।” বিভিন্ন রাজ্যের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে কোনও তরুণ ক্রিকেটার যা রোজগার করেন আইপিএলে তার থেকে অনেক বেশি টাকা পান তারা। প্রতি বারই নিলামে অনেক অনামী ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পান। তাতে তাঁদের খেলার ইচ্ছা কমে যায় বলে মনে করেন গাভাসকর। তিনি বলেন, “অনেক ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে। এতে ওদের রানের খিদে ও খেলার ইচ্ছা দুটোই কমে যাচ্ছে। ওরা সফল হচ্ছে কি না সে দিকে কারও নজর থাকছে না। সকলে শুধু টাকার পিছনে ছুটছে।” গাভাসকরের মতে, ভারতীয় বোর্ডের উচিত আনক্যাপড ক্রিকেটারদের টাকার পরিমাণ কমানো। তাতে তাঁদের ভাল খেলার ইচ্ছা বাড়বে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • যষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো, স্ট্রেস কে বলুন বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হাটু প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিম্বাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সত্যকথা
- রেডিয়ান অ্যাজিওপ্লাস্টি
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের জীবনোমানসিকচাপ
- মানসিক চাপ
- মানসিকচাপ থেকে মুক্তি
- একাকীদ্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন